ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে থাকা ফিলিস্তিনিদের গুলি করছে ইসরায়েল

সারে-জমিন

ছাত্রকে হাত-পা বেঁধে অপহরণ, ২ লক্ষ টাকা দাবি

রূপসী বাংলা

মোদির মস্কো মিশনের নেপথ্যে থাকা 'চিন ফ্যাক্টর'

সম্পাদকীয়

স্কুলে নেই একমাত্র শিক্ষক, পড়া সামাল দিলেন এসআই

সাধারণ

দারুণ প্রত্যাবর্তনে আবার ফাইনালে আলকারাজ

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শনিবার
১৩ জুলাই, ২০২৪
২৯ আষাঢ় ১৪৩১
৬ মহর্‌রম, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 188 ■ Daily APONZONE ■ 13 July 2024 ■ Saturday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

কেন্দ্রে সরকার বেশিদিন টিকবে না: মমতা

সাক্ষাৎ পাওয়ার, ঠাকরের সঙ্গে

আপনজন ডেস্ক: শিবসেনার উদ্ধব ঠাকরের সঙ্গে বৈঠকের পর শুক্রবার মুম্বই সফরে গিয়ে ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টির (এসপি) সভাপতি শরদ পাওয়ারের সঙ্গে দেখা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একদিনের সফরে মুম্বইয়ে থাকা তৃণমূল কংগ্রেস নেতা এর আগে শিবসেনা প্রধান উদ্ধব ঠাকরের সঙ্গে তাঁর বান্দ্রার বাসভবন 'মাতোশ্রী'তে দেখা করেন। উদ্ধব ঠাকরের সঙ্গে সাংবাদিক বৈঠকে মমতা বলেন, এনডিএ সরকার বেশিদিন টিকবে না। মমতা বলেন, এই সরকার স্থিতিশীল সরকার নয়, সরকার নাও চলতে পারে। মমতা এ বিষয়ে বলেন, খেলা শুরু হয়ে গেছে, চলবে।

অন্যদিকে, ২৫ জুনকে 'সংবিধান হত্যা দিবস' ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় মমতা বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমলে জরুরি অবস্থার মতো সময় সবচেয়ে বেশি দেখা গিয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, ভারতীয় দণ্ডবিধি (আইপিসি), ফৌজদারি কার্যবিধি (সিআরপিসি) এবং ভারতীয় প্রমাণ আইনের পরিবর্তে যথাক্রমে তিনটি আইন - ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএসএস), ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (বিএনএসএস) এবং ভারতীয় সাক্ষ্য অধিকারম (বিএসএ) যখন সংসদে উপস্থাপিত হয়েছিল তখন কারও সাথে পরামর্শ করা হয়নি। তাই তিনি বলেন, আমরা জরুরি অবস্থা সমর্থন করি না। (কিন্তু) চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম। অক্টোবর-নভেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনে উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনার হয়ে প্রচারে যাবেন বলে জানিয়েছেন মমতা। উল্লেখ্য, শিবসেনা (ইউবিটি) এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস উভয়ই বিরোধী ব্লকের অংশ।

প্রথম ময়নাতদন্তের রিপোর্টে আঘাতের চিহ্ন স্পষ্ট

সিদ্দিকের মৃতদেহ পুনরায় ময়নাতদন্ত করার নির্দেশ

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঢোলাহাটের আবু সিদ্দিকের পুলিশি অত্যাচারে মৃত্যুর অভিযোগ মামলার শুনানিতে শুক্রবার বিচারপতি অমৃতা সিনহা দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন। আদালত নির্দেশ দেয় আজ শনিবার মৃতের দেহ কবর থেকে উত্তোলন করে দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্ত করতে হবে। এদিন আদালতে ডা. সৌরভ চট্টোপাধ্যায় ৯ জুলাই মৃত আবু সিদ্দিকের প্রথম ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেশ করা হয়। পুলিশি হেফাজতে মৃত্যু না হলেও আদালতে পেশ, করা ময়নতদন্তের রিপোর্টে শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলে জানা গেছে। যদি মৃতের বাবা তার আর্জিতে অভিযোগ করেছিলেন পুলিশ হেফাজতে থাকাকালীন তাঁর ছেলেকে নির্মমভাবে মারধর করা হয়েছিল। আঘাতের ফলে তার মৃত্যু হয়। যদিও রাজ্য সরকারের তরফে আদালতের কাছে আর্জি জানানো হয়, প্রথম ময়নাতদন্তের ভিডিও রেকর্ডিং করা হয়েছে। তাই আর দ্বিতীয় ময়নাতদন্তের প্রয়োজন নেই। কিন্তু বিচারপতি অমৃতা সিনহা প্রথম ময়নাতদন্ত জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের নির্দেশ উল্লংঘন করা হয়েছে বলে সেই দাবি খারিজ করে দেন।

প্রথমবার ময়নতদন্তের সময় নিহতের পরিবারের কেউ উপস্থিত ছিলেন না। ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে ময়নাতদন্ত করা হয়নি। ফলে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সুপারিশ মানা হয়নি। ময়নাতদন্তের সময় যদিও ময়নাতদন্তের ভিডিও রেকর্ড করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তাই অবাধ, স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ তদন্ত ও বিচার প্রার্থনা করেন আবেদনকারী। অবশ্য রাজ্য সরকার জানায়, দেহ মৃতের বাবাকে হস্তান্তর করা হয়েছে। বিচারপতি বলেন, যদি নিয়ম মেনে ময়নাতদন্ত না হয়, তাহলে যথাযথ তদন্তের পথে রাজ্য বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। প্রশ্নের মুখে বেসরকারি হাসপাতালের ভূমিকাও। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে জন্ডিসের কথা বলা নেই। ৪ জুলাই যখন প্রথম যখন নিহত যুবককে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তখন তিনি শারীরিক এবং মানসিকভাবে সুস্থ ছিলেন।

বিচারপতি দ্বিতীয় ময়নাতদন্তের নির্দেশ দিয়ে বলেন, ময়নাতদন্তের সময় কমপক্ষে তিনজন ডাক্তারের বোর্ড দ্বারা করা উচিত। বিশেষত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে আসা ডাক্তাররা কিছু ক্ষেত্রে বোর্ডের সিনিয়র সদস্যদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যা অন্যান্য সদস্যদের স্বাধীনতায় বাধা দেয়; এবং পোস্টমর্টেম করা সমস্ত ডাক্তারকে অবশ্যই ফরেনসিক মেডিসিনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। পোস্টমর্টেম পরীক্ষার বিশেষত্বে কমপক্ষে পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

ময়নাতদন্তের সময় একজন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট উপস্থিত থাকবেন। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের নির্দেশিকা অনুসরণ করে ভিডিও ফুটেজ সংরক্ষণ করতে হবে। মৃতের ভিসেরা অবিলম্বে হায়দরাবাদের সিএফএসএল-এ পাঠানো হবে। দ্বিতীয় পোস্টমর্টেম রিপোর্ট ২২ জুলাই আদালতে পেশ করতে হবে। আদালতে রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়, যে পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে তাকে অন্য জায়গায় বদলি করা হয়েছে। তদন্ত চালাচ্ছেন ডিএসপি, যিনি থানার অফিসার-ইন-চার্জের চেয়ে অনেক সিনিয়র স্তরের অফিসার।

আবেদনকারী মৃতের বাবা নিজের, তার পরিবারের সদস্যদের এবং এই মামলার সাক্ষীদের জন্য সুরক্ষা দাবি করে অভিযোগ জানান, মামলার সাক্ষীদের মারাত্মক পরিণতির হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এরপর আদালত সুন্দরবন পুলিশ জেলার পুলিশ সুপারকে আবেদনকারী, তাঁর পরিবারের সদস্য এবং তাৎক্ষণিক মামলার সাক্ষী নাসিরুল গাজী, শাহজামাল পাইক এবং মহসিন হালদারের সুরক্ষা নিশ্চিত করার নির্দেশ দেওয়া হয় যারা সকলেই ঘাটবোকুলতলা, পোস্ট অফিস শরৎনগর, থানা ঢোলাহাট, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসিন্দা।

যে ডেপুটি পুলিশ সুপার এই ঘটনার তদন্ত করছেন, তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে থানার ইনস্পেক্টর মানস চট্টোপাধ্যায়কে তার বয়ান রেকর্ড করা ছাড়া তাৎক্ষণিক মামলার তদন্তের বাইরে রাখার জন্য।

এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে ২২ জুলাই।

যোগী রাজ্যে মাদ্রাসার সব ছাত্রছাত্রীকে স্কুলে স্থানান্তর করার নির্দেশ প্রত্যাহার চাই: জমিয়ত

আপনজন ডেস্ক: সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত মুসলিমও হিন্দু সমস্ত শিক্ষার্থীদের সরকারি স্কুলে স্থানান্তরিত করার জন্য উত্তরপ্রদেশ সরকারের সাম্প্রতিক নির্দেশ প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে জমিয়ত উলেমা-ই-হিন্দ। মুসলিম সংগঠনটি এই আদেশকে 'অসাংবিধানিক' বলে অভিহিত করেছে।

উত্তরপ্রদেশের তৎকালীন মুখ্যসচিব দুর্গাশঙ্কর মিশ্র ২৬ জুন রাজ্যের সব জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের কাছে জারি করা এক নির্দেশে জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের (এনসিপিসিআর) ৭ জুনের একটি চিঠি উদ্ধৃত করেন। চিঠিতে সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত সকল অমুসলিম শিক্ষার্থীদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কাউন্সিলের বিদ্যালয়ে ভর্তি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

২৬ জুন জারি করা চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, উত্তরপ্রদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা পরিষদ কর্তৃক স্বীকৃত নয় এমন রাজ্যের সমস্ত মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত সমস্ত শিশুদেরও কাউন্সিল স্কুলে ভর্তি করা উচিত। পুরো প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের জন্য জেলাশাসকদের দিয়ে জেলা পর্যায়ে কমিটি গঠন করতে হবে।

এদিকে, সরকারি আদেশকে 'অসাংবিধানিক' এবং সংখ্যালঘুদের অধিকার লঙ্ঘনকারী পদক্ষেপ আখ্যা দিয়ে তা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে জমিয়তে উলেমা-ই-হিন্দ। বৃহস্পতিবার জারি করা এক বিবৃতিতে জমিয়তে উলেমা-ই-হিন্দের সভাপতি মাওলানা মাহমুদ আসাদ মাদনি উত্তরপ্রদেশ সরকারের মুখ্য সচিব, জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন, সংখ্যালঘু কল্যাণ ও ওয়াকফ উত্তরপ্রদেশের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব, প্রধান সচিব এবং উত্তরপ্রদেশের সংখ্যালঘু কল্যাণ পরিচালককে একটি চিঠি লিখেছেন এই অসাংবিধানিক পদক্ষেপ থেকে বিরত থাকার আবেদন জানিয়ে। জানা গেছে যে জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের (এনসিপিসিআর) চিঠিপত্রের ভিত্তিতে, ইউপি সরকার গত ২৬ জুন নির্দেশিকা জারি করেছে সাহায্যপ্রাপ্ত এবং স্বীকৃত মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত অমুসলিম শিক্ষার্থীদের সরকারি স্কুলে ভর্তি করতে হবেও তাদের মুসলিমদের থেকে আলাদা করে বসাতে হবে। একইভাবে স্বীকৃতিহীন মাদ্রাসার সব শিক্ষার্থীকে আধুনিক শিক্ষার জন্য জোর করে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করাতে হবে। এই নির্দেশ একেবারেই অসাংবিধানিক।

হার্ট ও ব্রেনের চিকিৎসা সহ সমস্ত রোগের সুচিকিৎসার ঠিকানা

ASHSHEEFA HOSPITAL

আশ শিফা হসপিটাল

সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা

প্রান্তিক জেলায় স্বল্পমূল্যে ICCU এবং ১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটাল

GNM
(3 Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত
HS পাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

অ্যাঞ্জিওগ্রাম

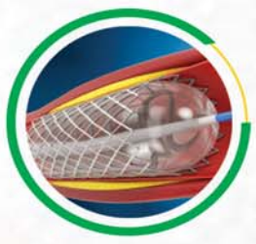

অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি

বেলুন সার্জারী

পেশমেকার

ডিরেক্টর
ডা. মো. ফারুকউদ্দিন পুরকাইত
MBBS, MD, Dip. Card

9123721642/9836001515

স্বাস্থ্যসাথী কার্ড গ্রহণযোগ্য

প্রথম নজর

বিজেপির পঞ্চায়েত প্রধান যোগ দিলেন তৃণমূলে

আসিফা লস্কর ● রায়দিঘি

আপনজন: বিধানসভার কাশিনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপির প্রধান যোগ দিল তৃণমূলে, রাজনৈতিকভাবে জয় হল তৃণমূলের। এই কাশিনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন করেছিল বিরোধীরা। যেখানে মোট ১২ টি আসনের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস জয়লাভ করেছিল ৩ টি আসন, সিপিএম পেয়েছিল একটি, নির্দল একটি, বিজেপি পেয়েছিল সাতটি আসন। পরবর্তী সময়ে নির্দলের জয়ী সদস্য যোগদান করে শাসক দলে। ও বিজেপি পরিচালিত এই পঞ্চায়েতের উপপ্রধান যোগদান করেন শাসক দলে।শুক্রবার দিন মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বাপি হালদারের হাত ধরে পঞ্চায়েতের প্রধান বর্ণালী বাগ শাসক দলে যোগদান করার ফলে তৃণমূলের আসন সংখ্যা হয় ছটি, সিপিএম একটি ও বিজেপি পাঁচটি।
অন্যদিকে যোগদানকারী বিজেপির পঞ্চায়েতের প্রধান বর্ণালীবাগ জানান, আমি স্বইচ্ছায় মানুষের কাজ করার জন্যই শাসক দলে যোগদান করেছি।

পথশ্রী প্রকল্পে রাস্তা ঢালাই কুশমোড়ে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বীরভূম

আপনজন: বীরভূম জেলার মুরারই-২ ব্লকের পাইকর থানার ও নলহাটি বিধানসভা এলাকার কুশমোড়-২ পঞ্চায়েতের কুশমোড় গ্রামের পিএমজিএসওয়াই পিচ রাস্তা থেকে ঈদগাহ,মাদ্রাসা ও কবরস্থান পর্যন্ত পথশ্রী প্রকল্পে রাস্তা ঢালাই এর কাজ শুরু হল। এর ফলে যাতায়াত সমস্যার সমাধান হবে। এতে গ্রামের মানুষ খুব খুশি ও দিদির প্রশংসাই পঞ্চমুখ।
প্রাক্তন প্রধান ও বর্তমান পঞ্চায়েত সদস্য ওসমান গনি সাহেবের উদ্যোগে কাজটি শুরু হওয়ায় গ্রামের সকালেই খুশি।

লরির ধাক্কায় প্রাণ হারালেন টোটো চালক

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: মেয়ে অসুস্থ থাকাই বাড়ির পাশের একটি টোটো রিজার্ভ করে রঘুনাথগঞ্জের সাইদাপুরে যাচ্ছিলেন মুর্শিদাবাদের সুতির মহেসাইল পঞ্চায়েতের আলয়ানি গ্রামের দম্পত্তি। কিন্তু রঘুনাথগঞ্জের উমরপুর পৌছানোর আগেই ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে পেছন থেকে লরির ধাক্কায় মুহূর্তেই প্রাণ গেল স্বামী-স্ত্রীর। কিছুক্ষণ বেঁচে থাকলেও প্রাণ হারাতে হয়েছে টোটো চালককেও। শুক্রবার সকালের ঘটনায় কার্যত শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকাজুড়ে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদের নাম চন্ডি সরকার(৭৫), পুষ্প সরকার (৭১) এবং নীলচাঁদ হালদার (৪২)। তিনজনেরই বাড়ি সুতি থানার আলয়ানি গ্রামে। পরিবার সূত্রে খবর, শুক্রবার সকালে নীলচাঁদ হালদারের টোটো ভাড়া করে সাইদাপুর গ্রামে মেয়ের বাড়ি যাচ্ছিলেন তারা।

পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রকে হাত-পা বেঁধে অপহরণ করে ২ লক্ষ টাকা দাবি

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রকে অপহরণ, হাত-পা বেঁধে শারীরিক নির্যাতন তারপর সেই ভিডিও করে বাড়ির লোককে পাঠিয়ে ২ লক্ষ টাকার মুক্তিপণ দাবি , না দিলে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি। মারধোরের সেই ভিডিও ভাইরাল। ঘটনা থানায় জানালেও ঘুরিয়ে দেওয়া হয়, কোন অভিযোগ নেওয়া হয়নি বলে পরিবারের অভিযোগ। ঘটনা ইংরেজবাজার থানার যদুপুরে।
যদুপুর অঞ্চল হাই স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। বিহারের কাঠিয়ার জেলায় বাবার বাড়িতে যাওয়ার নাম করে গত ৮ তারিখে বাড়ি থেকে অপহৃত দেওরকে নিয়ে যায় অভিযুক্ত বৌদি। তারপর রাত্রে ফোন আসে দু লক্ষ টাকা মুক্তিপনের। সেখানে একটি ছোট্ট ঘরে হাত-পা বেঁধে মারধর করা হচ্ছে। বৌদি ও বৌদির প্রেমিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ। সেই হাত-পা বাঁধা মারের ভিডিও বাড়ির লোককে পাঠিয়ে মুক্তিপনের অভিযোগ। বারবার ভিডিও কল করে মারধর, ধারালো অস্ত্র দিয়ে প্রাণনাশের হুমকি দিয়েও মুক্তিপণ যাওয়ার অভিযোগ।গতকাল ইংরেজবাজার থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে পুলিশের পক্ষ থেকে কাটিহার গিয়ে থানাতে অভিযোগ করতে বলা হয়। ইংরেজবাজার থানার পুলিশের তরফ থেকে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে পরিবারের অভিযোগ। চার দিন হয়ে গেলেও কোন ব্যবস্থা না হওয়ায় কান্নায় ভেঙে পড়েছে পরিবারের লোকজন।

বর্ধমানে নাবালিকা ছাত্রীর শ্লীলতাহানিতে অভিযুক্ত শিক্ষককে ঘিরে ধুন্ধুমার কাণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বর্ধমান

আপনজন: স্কুল ছাত্রীর শ্লীলতাহানির ঘটনায় ধুন্ধুমার শুক্রবার পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ থানার অন্তর্গত আমড়াল গ্রাম। অভিযোগ আমড়াল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাদেব কুণ্ডু ওই বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর এক ছাত্রীকে শ্লীলতাহানি করেন।এরপর ওই ছাত্রী ঘটনার কথাটি স্কুল ছুটির পর তার পরিবারের লোকজনদের জানায়। শ্লীলতাহানির ঘটনাটি ঘটে বৃহস্পতিবার। এই ঘটনায় শুক্রবার আমড়াল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাদেব কুণ্ড বিদ্যালয়ে এসে পৌঁছাতেই ওই ছাত্রীর অভিভাবক অভিভাবিকা সহ এলাকার সাধারণ মানুষ অভিযুক্ত শিক্ষকের উপর চড়াও হয়। অভিযুক্ত শিক্ষককে মারধর করতে থাকেন। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান খণ্ডঘোষ থানার পুলিশ। খণ্ডঘোষ থানার পুলিশ অভিযুক্ত ঐ শিক্ষককে আটক করে খণ্ডঘোষ থানায় নিয়ে আসতে গেলে গ্রামবাসীরা পুলিশকে বাধা দেন। শিক্ষকের উপর চড়াও হয়ে ওই শিক্ষককে মারধর করেন গ্রামবাসীরা। পাশাপাশি পুলিশ তাদের বাধা দিতে গেলে পুলিশের উপরেই চড়াও হন গ্রামবাসীরা। পুলিশের গাড়ি লক্ষ্য করে ইট ছুঁড়তে শুরু করেন গ্রামবাসীরা। পুলিশ কর্মীদের মারধর করেন এবং পুলিশের গাড়ির কাঁচ ভেঙে ফেলেন গ্রামবাসীরা। পরবর্তী সময়ে খণ্ডঘোষ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্ত শিক্ষককে আমড়াল প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে আটক করে নিয়ে আসেন খণ্ডঘোষ থানায়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে খণ্ডঘোষ থানার পুলিশ এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকা ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে আমরাল গ্রাম থেকে দুইজন মহিলা ও আট জন পুরুষ সহ মোট ১০ জনকে গ্রেফতার করে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, পুলিশের কাজে বাধা দেওয়া, পুলিশ কর্মীদের উপর চড়াও হয়ে মারধর করা, পুলিশ ভ্যানে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগে মোট ১০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। দশ জনের বিরুদ্ধে নির্দিষ্টধারে মামলা রুজু করে তাদেরকে আজ বর্ধমান আদালতে পেশ করা হয়েছে। পাশাপাশি চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রীকে শ্লীলতাহানি করার অভিযোগে অভিযুক্ত শিক্ষক মহাদেব কুণ্ডুর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলার রুজু করে তাকেও শুক্রবার বর্ধমান আদালতে পেশ করা হয় ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

টিউশন পড়তে গিয়ে নিখোঁজ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: বাড়ি থেকে টিউশন পড়তে গিয়ে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী এক ছাত্র। নিখোঁজ ছাত্রের নাম সুজন মেউর। বাড়ি জগাছার সাতাশি বোসের মাঠ এলাকায়। হাওড়ার দালালপুকুর এলাকায় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যেয় সে একাই টিউশন পড়তে যায়। এরপর থেকেই সে নিখোঁজ। সকালে স্থানীয় জগাছা থানায় মিসিং ডাইরি করা হয়। এখনো পর্যন্ত তার কোনও খোঁজ মেলেনি। ঘটনায় যথেষ্টই উদ্বিগ্ন ছাত্রের পরিবার।

জোটের প্রধান, সদস্যরা যোগ দিলেন তৃণমূলে

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: জলঙ্গীর খয়রামারী অঞ্চলের সিপিআইএমের প্রধান যোগ দিল তৃণমূলে। জলঙ্গীতে বিরোধী শিবিরে বড়সড় ধাক্কা। শুক্রবার বিকেলে সাগরপাড়ার নরসিংহপুর এনআইটি কলেজ ময়দানে ২১শে জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভা ছিল। আর সেই প্রস্তুতি সভার শেষে খয়রামারী অঞ্চলের সিপিআইএমের প্রধান মিঠুন বিশ্বাস সহ আরো ৯ জন সিপিআইএম ও কংগ্রেসের সদস্য তৃণমূলের পতাকা ধরলেন।
বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাক ও জলঙ্গী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কবিরুল ইসলামের নেতৃত্বে হয় যোগদান। দলের নতুন সদস্যেদের হাতে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় পতাকা তুলে দেন বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাক ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কবিরুল ইসলাম। এছাড়াও এদিন দেবীপুর অঞ্চলের কনভেনর প্রদীপ মন্ডল ও যুব সভাপতি মহিদুল সরকারের উদ্যোগে বালিবোনা সংসদের সিপিআইএম সদস্যা তৃণমূলে যোগদান করলেন।
উপস্থিত ছিলেন জলঙ্গী উত্তরের প্রাক্তন ব্লক সভাপতি বিষ্ণুপদ সরকার,জলঙ্গী দক্ষিণ জোনের ব্লক সভাপতি মাসুম আহমদ আলী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

পুলিশি-মামলা সরল বিচরপতি অমৃতা থেকে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনার এসলাশ থেকে পুলিশ সংক্রান্ত যাবতীয় মামলা সরে যাচ্ছে। এখন থেকে মাননীয় বিচারপতি প্রাথমিক স্কুল সংক্রান্ত মামলাগুলি শুনবেন। সম্প্রতি বিচারপতি রাজশেখর মান্থা সিঙ্গেল বেঞ্চ থেকে ডিভিশন বেঞ্চে উত্তীর্ণ হয়েছেন। বিচারপতি রাজশেখর মানতা প্রাথমিক স্কুল সংক্রান্ত মামলাগুলি শুনতেন। এবার সেই মামলাগুলি যাচ্ছে বিচারপতি অমৃতা সিংহর এজলাসে। এখন থেকে পেট নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলাগুলির বিচার প্রক্রিয়া বিচারপতি অমৃতা সিংহের এজলাসে হবে। অপরদিকে পুলিশ সংক্রান্ত যাবতীয় মামলা অমৃতা সিংহের ইজলাস থেকে সরে যাচ্ছে বিচারপতি রাজশ্রী ভরদ্বাজের এজলাসে। হাইকোর্ট সূত্রে খবর সময়সূচির পরিবর্তন হলেও অধিকাংশ বিচারপতির বিচার্য বিষয় পরিবর্তন বিশেষ হয়নি। শুধুমাত্র কয়েকজন বিচারপতির এজলাসে থাকা মামলার সূচির কিছু পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা এবং অতি সক্রিয়তা সংক্রান্ত যাবতীয় মামলা শুনানির জন্য গত দশই জুন বিচারপতি সিংহের এজলাসে দেওয়া হয়েছিল।

ভগবানগোলায় জমি বিবাদে আহত ৫ জন

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: জমির ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে বিবাদের জেরে দুই ভাইয়ের পরিবারের মধ্যে সংঘর্ষে জখম হলো ৫ জন। গ্রামবাসীরা তাদের উদ্ধার করে প্রথমে কানাপুকুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করে। দু'জনের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাদের মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়। শুক্রবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে ভগবানগোলা থানার রামচন্দ্রপুর ডাঙাপাড়া এলাকায়। পুলিশ সূত্রে খবর, বসত ভিটের ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে দুই ভাই নাসিম শেখ ও আলামিন শেখের পরিবারের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিবাদ চলছিল। শুক্রবার সকালে নাসিম শেখের বাড়িতে মিটার বসানোর জন্য বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা আসেন। অভিযোগ, আলামিন শেখ ও তার পরিবারের লোকজন মিটার বসাতে বাধা দেয়। এই নিয়ে দুই ভাইয়ের পরিবারের মধ্যে বচসা শুরু হয়। পরিস্থিতি অস্বাভাবিক দেখে মিটার না বসিয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা ফিরে যান। এরপরেই দুই ভাইয়ের পরিবারের সদস্যরা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। একে অপরের উপর বাঁশ, লাঠি, হাঁসুয়া নিয়ে হামলা চালায়। সংঘর্ষে দু'পক্ষের মোট পাঁচজন জখম হয়।

বাঘের আক্রমণে ফের মৎস্যজীবির মৃত্যু

হাসান লস্কর ● কুলতলি

আপনজন: কুলতলীর দেউলবাড়ী দেবীপুর অঞ্চলের দেউলবাড়ির বছর সাঁইত্রিশের আবুরালী মোল্লা ডাকনাম বাবুসোনা।গত শনিবার আবুরালী তার নৌকা নিয়ে সাজাহান মোল্লা ,তোয়েব আলি মোল্লা,জয়নাল সেখ, মুর্শিদ আলম সেখ, রহিচ গোলদার সহ ৬ সঙ্গী কে নিয়ে বনদপ্তর থেকে বৈধ পাস সংগ্রহ করে মাছ ধরার উদ্দেশ্যে সুন্দরবনের জঙ্গল সংলগ্ন নদী খাঁড়িতে যায়। বানচাবরি ধষের খালের ধারে মাছ ধরছিল। প্রতিদিনের মতো বৃহস্পতিবার সকাল দশটা নাগাদ মাছ ধরার মুহূর্তে হঠাৎ জঙ্গল থেকে একটি বিশাল আকার এক বাঘ এসে আবুরালী মোল্লার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পাশে থাকা পাঁচ সঙ্গী বাঘের মুখ থেকে আবুরালীকে ছাড়াবার চেষ্টা করলেও তাদের চেষ্টা বিফল হয়। বাঘ আবুরালীকে তুলে নিয়ে গভীর জঙ্গলের মধ্যে চলে যায়। সঙ্গীরা মাছ ধরার সকল উপকরণ নিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। ও তারা বাবুসোনার বাঘে তুলে নিয়ে যাওয়ার এই সংবাদ বাড়িতে জানায়। গ্রামের মানুষজন দলে দলে বাবুসোনার বাড়িতে আসতে থাকে। অবশেষে প্রত্যক্ষদর্শী দের সঙ্গে নিয়ে বনদপ্তরের কর্মীরা দেহ উদ্ধার করার জন্য সুন্দরবনের জঙ্গলে যায়। এখনো পর্যন্ত আবুরালীর খোঁজ মেলেনি। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী সদস্য আবুরালী। স্ত্রী বৃদ্ধ পিতা মাতা ও তিন সন্তান বর্তমান।

ইনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের অভিযান রামপুরহাটে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: মূল্য বৃদ্ধি রুখতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাত দাওয়াই দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর সেই কড়া বার্তা ঘোষিত হতেই রাজ্যের বিভিন্ন বাজার এলাকায় নজরদারির তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। অনুরূপ শুক্রবার বীরভূমের রামপুরহাট শহরে সবজি ও মাছ বাজার এলাকায় ডিস্ট্রিক্ট ইনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের পক্ষ থেকে বিশেষ অভিযান চালানো হয়। সবজি বাজার ও মাছ বাজার এলাকায় মধ্যে অবস্থিত কাঁচা সব্জির দোকানগুলি ঘুরে ঘুরে সরজমিনে তদন্ত করে দেখেন ডিইবি-র আধিকারিকরা। সেই সাথে বাজার করতে আসা ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের সঙ্গে সরাসরি দরদাম নিয়ে কথা বলেন। সতর্ক করে দিয়ে বলেন, সরকার নির্ধারিত দামের থেকে যেন বেশি দাম না নেওয়া হয় ,নচেৎ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পাশাপাশি সাধারণ ক্রেতাদের সঙ্গেও কথা বলেন এবং সরকার নির্ধারিত দামের থেকে বেশি দাম নিলে অভিযোগ করার কথা বলেন।

মদ্যপ বাবাকে গলা টিপেই খুন করে ছেলে

তানজিমা পারভিন ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: বাবা সারাদিন মদ্যপ অবস্থায় থাকতো। তার প্রতিবাদ করত ছোট ছেলে।তা নিয়ে বিবাদের সূত্রপাত। সেই রাগেই বাবাকে গলা টিপে খুন করে ছোট ছেলে। দুই মাস পর সেই রহস্য মৃত্যুর কিনারা পুলিশের হাত ধরে। পুলিশের জালে ছোট ছেলে। সমগ্র ঘটনা সামনে আসতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য। চলতি বছরের মে মাসের ১২ তারিখ হরিশ্চন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত ভালুকা বাজার এলাকার বাসিন্দা হরেশ পাসোয়ানের (৬৮) রহস্য মৃত্যু হয়।বাড়ি থেকেই তার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের লোকেরা আশঙ্কা করেন হরেশ বাবু আত্মঘাতী হয়েছেন। হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় উনার বড় ছেলে সুমিত পাসোয়ান রহস্য মৃত্যুর একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্ত শুরু করে পুলিশ।এই মামলায় তদন্তকারী অফিসারের দায়িত্ব নেন খোদ আইসি মনোজিৎ সরকার। কিন্তু তদন্ত নেমে কেঁচো খুঁড়তে বের হয় কেউটে। পুলিশ বুঝতে পারেন হরেশ বাবু আত্মঘাতী হননি।তাকে গলা টিপে খুন করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পরে মৃত্যুর কারণ আরো স্পষ্ট হয়। কিন্তু কে খুন করল? কেনই বা এক বৃদ্ধ কে খুন করা হল?সেই তদন্ত করতে গিয়ে আরো বিস্ফোরক তথ্য উঠে আসে।জানা যায় হরেশ বাবু মদ্যপ অবস্থায় থাকতেন।এই নিয়ে ছোট ছেলে বাবার প্রতিবাদ করতো।বাবার সঙ্গে ছেলের ঝগড়া লেগে থাকতো। সেই রাগেই বাবাকে খুন। হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে সঞ্জয় পাসোয়ান কে।পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে পেশ করা হয়েছে চাঁচল মহকুমা আদালতে।

গণপিটুনিতে মৃত্যু, নিন্দা জামাআতের

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গে গণপিটুনির হত্যার ঘটনায় রাজ্যবাসীর উদ্বেগের সঙ্গে জামাআতে ইসলামী হিন্দের রাজ্য সভাপতি ডা. মসিহুর রহমান গভীর উদ্বেগ ব্যক্ত করে সংবাদ মাধ্যমে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলেন, গণপিটুনি বন্ধের জন্য রাজ্যের পুলিশ-প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট রাজ্য দফতরকে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। মবলিঞ্চিং-এর ঘটনা অন্যান্য রাজ্যে সংঘটিত হওয়ার নজির অনেক রয়েছে। এই রাজ্য এমন ধরণের ঘৃণ্য অপরাধমূলক অপকর্ম থেকে নিরাপদ ছিল। লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল পরবর্তীকালে গণপিটুনির ঘটনা যে কয়েকটি সংঘটিত হয়েছে এর পিছনে কোন গোষ্ঠীর হাত আছে তা সরকারকে উপলব্ধি করে এর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিতে হবে। গণপিটুনির বিষয়ে রাজ্য সরকার ২০১৯ সালে যে বিল বিধানসভায় পাশ করেছিল, রাজ্যপালের স্বাক্ষরের অভাবে আইনে পরিণত হতে অসুবিধার সম্মুখীন। মাননীয় রাজ্যপাল শান্তি-শৃংখলা রক্ষার্থে বিলটিকে আইনে পরিণত করতে সহায়তা দানের দাবী জানিয়েছেন জামাআতের রাজ্য সভাপতি।
উল্লেখ্য, আজকে এই বিষয়ে রাজ্যপালের দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি স্বারকলিপি জামাআতে ইসলামী হিন্দের তরফ থেকে দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে রাজ্য সরকারকে যে যে প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন সেগুলিকে বাস্তবায়িত করতে আন্তরিক হতে হবে দাবী জানানো হয়।

নদী পারাপারে নড়বড়ে বাঁশের সাঁকোই ভরসা

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: স্বরূপনগর ব্লকের চারঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের টিপিতে ইছামতী নদীর ওপরে নদী পারাপারের জন্য আছে একটি বাঁশের সাঁকো। টিপির ঘাটে এই বাঁশের সাঁকোর ওপরে পাটের বস্তা বিছিয়ে দেওয়া আছে।কেননা এই সাঁকোর ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় যাতে করে কোনও দু'চাকার গাড়ি যেন স্লিপ করে পড়ে না যায়।এই বাঁশের সাঁকোটি খুবই দুর্বল এবং নড়বড়ে। এই ভরা বর্ষার মরশুমে প্রায় শুকনো ইছামতীর ওপরে এই নড়বড়ে এবং দুর্বল সাঁকো দিয়ে পার হওয়ার সময় ভয় একটু লাগবেই।দু'পারে দু'টো নৌকা থাকলেও সেগুলো এখন সেরকম ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে না।

জাঙ্গীপাড়া থানা বেআইনি খনন রুখে দিল

নুরুল ইসলাম খান ● হুগলি

আপনজন: হঠাৎ বেআইনি ভাবে খনন কাজ শুরু করেন এক ধরনের জমি মাফিয়ারা।এলাকাটি জাঙ্গিপাড়া থানার অধীন মন্দারন দিলাকাশের কাছে। বিশ্বস্ত সূত্রে তথ্য পেয়ে পিএস আরটি মোবাইল ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং দেখতে পায় যে একটি খননকারী (জেসিবি) যার রেজি নং-ডব্লিউবি২০ইউ৪৩৫৮ খননকাজ করছিল। সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থানার অফিসাররা খননকাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে তাহারা কোনো সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেননি।সংশ্লিষ্ট বিভাগের কোনো অনুমতিপত্রও দিতে পারেননি। ফলে থানার অফিসাররা চালকসহ খননকারীকে আটক করেছেন।
পরে বিএলএন্ডএলআরও জাঙ্গিপাড়াকে বিষয়টি জানান হয়। এবং বিএলএন্ডএলআরওর একটি দল ঘটনাস্থলে পরিদর্শন করে এই কাজ কে অবৈধ ঘোষণা করে। সেই জন্য বিএল এন্ড এল আর ও জাঙ্গিপাড়া থানাকে একটি অভিযোগ জমা দিতে বলা হয়। খননকাজে নিযুক্তদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের সহ এফআইআর শুরু করা হয় এবং জেসিবিকেও আটক করা হয়। থানার বড়ো বাবু অনীল রাজ সহ অফিসাররা তদন্ত চালাচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

থ্যালাসেমিয়া রোগীর পাশে শিক্ষক-ছাত্ররা

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত এক রোগের চিকিৎসার জন্য অবিলম্বে এ পজেটিভ রক্তের প্রয়োজন ছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজে ব্লাড সেন্টারে ওই গ্রুপের রক্ত না থাকায় কার্যত সমস্যায় পড়তে হয়। কিন্তু সমস্যার সমাধানের জন্য ব্লাড সেন্টারের ডিরেক্টর প্রফেসর ডাক্তার তপন কুমার ঘোষ মেডিকেল কলেজের বিভিন্ন গ্রুপের বিষয়টি জানানো সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে আসেন মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্র ছাত্রীরা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্যাথলজি বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডাক্তার রাজশ্রী ভট্টাচার্য এবং বেশ কিছু এমবিবিএস পড়ুয়া তারা এসে স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন যার জন্য থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত মেজর পেশেন্টের সঠিক সময় চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব হয়।

জমি নিয়ে বিবাদের জেরে খুন এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: দুই পরিবারের মধ্যে জমি নিয়ে বিবাদের জেরে খুন এক ব্যক্তি। ঘটনার তদন্তে নেমে মোথাবাড়ি থানার পুলিশ ৩ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। বাকিদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। ঘটনাটি মোথাবাড়ি থানার চকপ্রতাপপুরের টিটাহিপাড়া গ্রামের। মৃত ব্যক্তির নাম বদরুদ্দোজা(৫০)। এই ঘটনায় গুরুতর জখম ২ জন মামুন শেখ ও হাসান শেখ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ২০ শতক জায়গাকে কেন্দ্র করে কয়েক বছর ধরেই অশান্তি চলছিল মৃত বদরুদ্দোজার পরিবারের সঙ্গে প্রতিবেশী অভিযুক্তদের পরিবারের। শুক্রবার সকালে তাদের মধ্যে বিবাদ চরমে উঠলে ধারালো অস্ত্র নিয়ে অভিযুক্তরা চড়াও হয় বদরুদ্দোজার ওপর। অভিযুক্তদের বাধা দিলে আক্রান্ত হন মামুন শেখ ও হাসান শেখ। ওরা দুজনে পেশায় সিভিক ভলেন্টিয়ার ও পুলিশকর্মী। জখম ৩ জনকে উদ্ধার করে মালদা মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালের জরুরি বিভাগ নিয়ে গেলে সেখানে চিকিৎসকেরা বাদরুদ্দোজাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

আদিবাসী সংগঠনের স্মারকলিপি

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● ইটাহার

আপনজন: আদিবাসী গ্রাম ও সমাজে স্বশাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলনের অংশ হিসেবে ইটাহারে ১ দফা দাবির ভিত্তিতে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযানের ইটাহার ব্লক কমিটি বিডিও দিব্যেন্দু সরকারের হাতে তাদের দাবিপত্র তুলে দেয়। মূল অভিযোগ হিসেবে তারা উল্লেখ করেন যে, বংশানুক্রমে মাঝি-পরগনারা দেশের আইন-কানুন না মেনে স্বশাসন ব্যবস্থা চালিয়ে আসছে, যার ফলে সমাজে কুসংস্কার বাড়ছে এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের ক্ষতি হচ্ছে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই দাবিপত্র তারা রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সামনে তুলে ধরতে চান বলে জানান রায়গঞ্জ মহকুমা আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযান সভাপতি গোপাল টুডু। উপস্থিত ছিলেন ইটাহার ব্লক সেঙ্গেল অভিযান সভাপতি ভরত কিস্কু সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। বিডিও দাবিপত্র খতিয়ে দেখে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে বলে আশ্বস্ত করেছেন।

প্রথম নজর

মেক্সিকো শহরে ঢুকে পড়েছে ২০০ কুমির

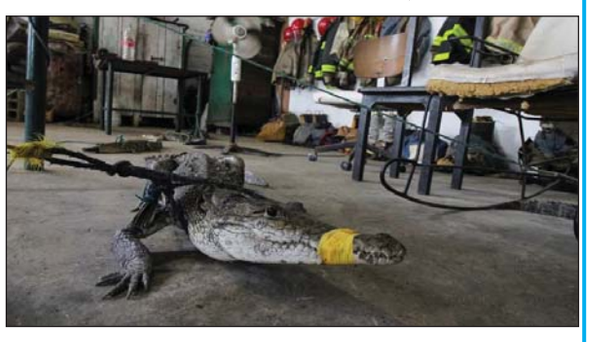

আপনজন ডেস্ক: মৌসুমী ঝড় আলবার্তোর পর হারিকেন বেরিল আঘাত হেনেছে মেক্সিকোতে। এতে দেশটির উত্তরাঞ্চলীয় তামাউলিপিয়াসের শহুরে অঞ্চলগুলোতে ঢুকে পড়েছে অন্তত ২০০ কুমির।

আলবার্তোর কারণে দেশটিতে জুনে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের তথ্যানুযায়ী, জুন থেকে এখন পর্যন্ত অন্তত ২০০টি কুমিরকে শনাক্ত ও ধরা হয়েছে।

বৃষ্টির কারণে উপকূলীয় উপহ্রদের পানি বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কারণে কুমিরগুলো তাম্পিকো, সিউদাদ মাদেরো এবং আল্টামিরার মতো শহরে ঢুকে পড়ে। এ তিনটি শহর থেকে অন্তত ১৬৫টি কুমির শনাক্ত ও ধরা হয়।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানায়, রাস্তাঘাট ও ড্রেন যেগুলো বৃষ্টির পানিতে ডুবে গিয়েছিল, সেখানকার পানি কমে যাচ্ছে। এসব জায়গায় এখন আরো বেশি পরিমাণে কুমিরের দেখা মিলতে পারে।

গত কয়েকদিন ধরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শহুরে এলাকায় কুমির ধরা পড়ার বিভিন্ন ছবি ও ভিডিও প্রকাশিত হচ্ছে। এরপরই বিষয়টি সবার নজরে এসেছে।

মেক্সিকোতে কুমির একটি সংরক্ষিত প্রজাতির প্রাণী। দেশটিতে কুমিরের দ্বারা সাধারণ মানুষের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা খুবই বিরল। তবে মাঝে মাঝে কুমিরের আক্রমণের বিষয়টি সামনে আসে।

হারিকেন বেরিল প্রথমে ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে তাণ্ডব চালায়। এরপর এটি মেক্সিকোর উপকূল এবং যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস শহরের দিকে যায়।

১২ বছর পর সৌদি-সিরিয়া বাণিজ্যিক ফ্লাইট চালু

আপনজন ডেস্ক: ১২ বছর পর সৌদি আরব ও সিরিয়ার মধ্যে বাণিজ্যিক ফ্লাইট চলাচল শুরু হয়েছে। কূটনৈতিক সম্পর্কে টানাপোড়েনের পর ২০১২ সালে বন্ধ হয়ে যায় দুই দেশের বিমান চলাচল। বুধবার দামেস্ক থেকে সিরিয়ান এয়ারলাইনসের একটি উড়োজাহাজ ১৭০ যাত্রী নিয়ে রিয়াদে অবতরণ করে। এর মধ্যে দিয়ে রুটটি সচল হয়েছে।

রিয়াদে সিরিয়ার রাষ্ট্রদূত আয়মান সুসান বলেছেন, দুই রাজধানীর মধ্যে প্রতি সপ্তাহে একটি রাউন্ড-ট্রিপ ফ্লাইট পরিচালনা করতে সম্মত হয়েছে দুই দেশ।

সিরিয়ার পরিবহন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা সুলেমান খলিল বলেছেন, চাহিদার ভিত্তিতে জেদ্দা এবং দাম্মামের বিমানবন্দরগুলোকে কভার করার জন্য সরাসরি রুটটি প্রসারিত করা যেতে পারে।

এর আগে, চলতি বছরের ২৮ মে ১২ বছর পর চালু হয় সিরিয়া থেকে সৌদি আরবগামী সরাসরি হজ ফ্লাইট। সেদিন ২৭০ জন হজযাত্রী নিয়ে সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে থেকে সৌদির জেদ্দা শহরের উদ্দেশে ছেড়ে যায় প্রথম হজ ফ্লাইটটি। সিরিয়ার পরিবহন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা সুলেইমান খলিল বলেন, সামনের দিনগুলোতে আরো ফ্লাইট যাওয়া-আসা করবে। ২০০৯ সালে সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে দেশটির প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের নেতৃত্বাধীন সরকারের সঙ্গে সৌদি আরবের সম্পর্ক বৈরিতায় রূপ নিতে শুরু করে। এর ধারবাহিকতায় একসময় দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়, বন্ধ হয়ে যায় সরাসরি ফ্লাইটও। ২০২৩ সালের মে মাসে আরব লীগের সম্মেলনে যোগ দিতে ১৩ বছর পর রিয়াদ সফরে যান সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ। সেই সফরে সৌদি নেতাদের সঙ্গে একাধিক বৈঠক করেন তিনি। তার ঐ সফরের পর কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপনে একমত হয় রিয়াদ-দামেস্ক।

তবে ঐকমত্যে পৌঁছানোর পরও দামেস্কে এতদিন কোনো রাষ্ট্রদূত পাঠায়নি রিয়াদ। এরপরই দামেস্কে শিগগিরই রাষ্ট্রদূত পাঠানোর ঘোষণা দেয় রিয়াদ। তারপর মঙ্গলবার থেকে চালু হয় হজ ফ্লাইট।

এ বিষয়ে সুলেইমান খলিল বলেন, ২০১২ সালে স্থগিত হওয়ার পর মঙ্গলবার থেকে দুই দেশের মধ্যে ফের সরাসরি হজ ফ্লাইট চালু হচ্ছে। আপাতত শুধু হজের সময়ে এই ফ্লাইট চলবে। হজের শেষ হওয়ার পরও তার ধারাবাহিকতা ধরে রাখা যায় কিনা তা নিয়ে আমাদের এবং সৌদি কর্মকর্তাদের মধ্যে আলোচনা চলছে।

এরদোগানের হুংকার, ইসরায়েলের স্বার্থে কাজ করতে পারবে না ন্যাটো

আপনজন ডেস্ক: তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোগান আজ শুক্রবার বলেছেন, কোনোভাবেই ন্যাটো ইসরায়েলের সাথে অংশীদারিত্বমূলক কাজ অব্যাহত রাখতে পারবে না।

এরদোগান বলেছেন, 'যতোক্ষণ ফিলিস্তিনে টেকসই শান্তি স্থাপিত না হবে ততোক্ষণ ইসরায়েলের সাথে ন্যাটোর সহযোগিতামূলক যেকোনো কাজের অনুমোদন দেবে না তুরস্ক।'

সেই সাথে এরদোগান জানিয়েছেন, রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত বন্ধে কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রাখবে তুরস্ক।

এরদোগান আরও জানিয়েছেন, তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদান সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের সাথে দেখা করবেন। সেখানেই শুরু হবে সিরিয়ার সাথে সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের আলাপ।

এরদোগান আগেও জানিয়েছিলেন, যেকোনো সময়ই সিরিয়ার সাথে সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের আলাপের দুয়ার খোলা আছে, সেই হিসাবেই আসাদকে নিমন্ত্রণ করা হবে।

এসময় যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে এফ-১৬ যুদ্ধবিমান পাওয়া প্রসঙ্গে এরদোগান বলেছেন, 'আমি বাইডেনের সাথে এ বিষয়ে কথা বলেছি।

আগামী ৩ থেকে ৪ সপ্তাহের মধ্যেই আমরা এই সমস্যার সমাধান করবো।'

ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে থাকা ফিলিস্তিনিদের গুলি করে মারছে ইসরায়েলি সেনা

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজা নগরীর বাসিন্দাদের আবারও বাড়িঘর ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী। তবে বাড়িঘর ছেড়ে পালাতে থাকা লোকজনকে রাস্তায় গুলি করে হত্যা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন বাসিন্দারা।

এমনকি রাস্তায় পড়ে থাকা মরদেহও উদ্ধার করতে দিচ্ছে না ইসরায়েলি বাহিনী। গত বুধবার (১০ জুলাই) গাজায় হামলা জোরদার করায় আবারও বাসিন্দাদের গাজা শহর ফাঁকা করে দেয়ার নির্দেশ দেয় ইসরায়েল।

এমনকি কাতার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং মিশরের মধ্যস্থতাকারীরা যুদ্ধবিরতির জন্য দোহায় ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করার মধ্যেই এই হামলা চালায় ইসরায়েলি সেনাবাহিনী। একজন ব্যক্তি সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরাকে জানান, তিনি ইয়ারমুক স্টেডিয়ামের কাছে বসেছিলেন। তখন তিনি দেখেন একজন ইসরায়েলি স্নাইপার খাবার নিয়ে সাইকেলে করে যাওয়া এক ব্যক্তিকে গুলি করছেন। স্নাইপার ব্যক্তিটিকে সরাসরি গুলি করেন।

একজন নারী আল-জাজিরাকে জানান, তিনি ইয়ারমুক স্টেডিয়ামের মধ্য দিয়ে যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু তাকে বলা হয়েছিল যে রাস্তায় ফিলিস্তিনিদের মরদেহ পড়ে রয়েছে। যাদেরকে ইসরায়েলি স্নাইপাররা গুলি করে হত্যা করেছে। ওই নারী বলেন, 'আমরা মরদেহগুলো সরিয়ে নিতে প্যারামেডিক এবং ফায়ার সার্ভিসের লোকজনের সহায়তা চাই। তাহলে অন্তত মরদেহগুলো রাস্তায় পড়ে থাকবে না। কারণ, মরদেহগুলো রাস্তা থেকে সরানো না হলে সেগুলো কুকুরে খাবে। মরদেহগুলো দাফন করা উচিত।'

তবে ওই এলাকার আরেক বাসিন্দা বলেন, মরদেহগুলোর কাছে পৌঁছাতে পারেননি প্যারামেডিকরা। তিনি বলেন, মরদেহগুলো উদ্ধারে তারা (প্যারামেডিক) কোনো নির্দেশনা পাননি বলে জানান। কেউ মরদেহগুলোর দিকে এগোলেই সরাসরি গুলি করা হচ্ছে। কয়েকজন বাসিন্দা জানান, ইসরায়েলি স্নাইপাররা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়া এক ব্যক্তিকে মাথায় গুলি করে হত্যা করেন। পরে কয়েকজন মরদেহটি উদ্ধার করতে সমর্থ হন। একজন বাসিন্দা বলেন, 'ওই লোক শান্তভাবে হেঁটে যাচ্ছিলেন। এ সময় তার মাথায় একটি গুলি লাগে। পরে আমরা এগিয়ে গিয়ে মরদেহটি নিয়ে আসি।' এদিকে উত্তর গাজার শুজাইয়া জেলায় ইসরায়েলি বাহিনীর দুই সপ্তাহ ধরে হামলার পর বেসামরিক প্রতিরক্ষা কর্মীরা অন্তত ৬০টি মরদেহ উদ্ধার করেছে। বৃহস্পতিবার এ তথ্য জানিয়েছে গাজার স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা। বুধবার রাতে ইসরায়েল ঘোষণা দেয় তারা সেখানে হামাসের বিরুদ্ধে অভিযান শেষ করেছে। এরপর নিখোঁজ বাসিন্দাদের পরিবার এবং সিভিল ডিফেন্স এজেন্সি কর্মীরা তাদের অনুসন্ধানে নামে। এজেন্সির মুখপাত্র মাহমুদ বাসাল জানান, 'শুজাইয়ার ৮৫ শতাংশ ভবন এখন বসবাসের অযোগ্য এবং শুজাইয়া এখন একটি 'ডিজাস্টার জোনে' পরিণত হয়েছে। এখানকার ১ লাখ ২০ হাজার মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছে।' বৃহস্পতিবার গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় ২৪ ঘণ্টায় আরো ৫০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এ নিয়ে গত ৭ অক্টোবর থেকে ইসরায়েলের হামলায় ৩৮ হাজার ৩৪৫ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ৮৮ হাজার ২৯৫ জন। বার্তা সংস্থা এএফপি'র প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গাজার চলমান সংঘাত নিয়ে দ্বিচারিতা প্রত্যাখ্যান করতে পশ্চিমা দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ। গত বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটোর শীর্ষ সম্মেলনে অন্য নেতাদের সঙ্গে ইউক্রেনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে তিনি এ আহ্বান জানান।

সম্মেলনে দেওয়া ভাষণে পেদ্রো বলেন, 'আমরা যদি আমাদের জনগণকে বলি, আমরা এ কারণেই ইউক্রেনকে সমর্থন করছি যে আমরা আন্তর্জাতিক আইন সুরক্ষা করছি। তাহলে ঠিক এই একই কাজটি আমাদের গাজার ক্ষেত্রেও করতে হবে।' স্পেনের প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এ ক্ষেত্রে ধারাবাহিক রাজনৈতিক অবস্থান থাকা উচিত, যেখানে আমাদের দ্বিচারিতা থাকবে না।' অবিলম্বে এবং জরুরি ভিত্তিতে গাজায় যুদ্ধবিরতির পরিবেশ তৈরি প্রয়োজন বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

আস্থাভোটে হেরে ক্ষমতাচ্যুত নেপালের প্রধানমন্ত্রী

আপনজন ডেস্ক: পার্লামেন্টে আস্থাভোটে হেরে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী পুষ্প কামাল দাহাল (প্রচণ্ড)।

শুক্রবার (১২ জুলাই) দেশটির পার্লামেন্টে এই আস্থা ভোট হয়। ভোটে হারায় এখন বাধ্যতামূলকভাবে প্রধানমন্ত্রীর পদ ছাড়তে হবে দাহালকে। তিনি সব মিলিয়ে ১৯ মাস ক্ষমতায় ছিলেন।

গত ৩ জুলাই প্রধানমন্ত্রী দাহালের জোট সরকারের উপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয় জোটের সবচেয়ে বড় দল ইউএমএল।

এরপর সংবিধান অনুযায়ী বাধ্য হয়ে পুষ্পকে পার্লামেন্টে আস্থাভোটের আয়োজন করতে হয়।

নেপালের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষে আসন রয়েছে ২৭৫টি। কোনো প্রধানমন্ত্রী যদি আস্থাভোটে জিততে চায় তাহলে কমপক্ষে ১৩৮টি ভোট পেতে হবে। কিন্তু শুক্রবারের এই ভোটে দাহাল পেয়েছেন মাত্র ৬৩টি ভোট। তার বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন ১৯৪ আইনপ্রণেতা। একজন না ভোট দিয়েছেন। এদিন পার্লামেন্টে উপস্থিত ছিলেন ২৫৮ আইনপ্রণেতা।

পুষ্প দাহালের উপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে ইউএমএল হাত মেলায় দেশটির সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল নেপালি কংগ্রেসের সঙ্গে।

ইউএমএল এবং নেপালি কংগ্রেস নিজেদের মধ্যে চুক্তি করেছে দেশটির নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে খড়্গ প্রসাদ অলিকে নির্বাচিত করবে তারা।

নেপালে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ নির্বাচনে পুষ্প কামাল দাহালের দল পার্লামেন্টে তৃতীয় সর্বোচ্চ আসন পায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও পুষ্প জোট গঠন করে প্রধানমন্ত্রী হতে সমর্থ হন। তবে ওই সময় থেকেই তার জোটটি নড়েবড়ে ছিল। শেষ পর্যন্ত এ বছরের জুলাইয়ে এসে তাকে ক্ষমতা হারাতে হয়েছে।

করোনার ভয়ংকর রূপ তুলে ধরল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

আপনজন ডেস্ক: করোনাভাইরাসের বৈশ্বিক ভয়াবহতার অবসান ঘটেছে আগেই। সারা বিশ্বেই এই মহামারি সংক্রান্ত নানা বিধিনিষেধও তুলে নেয়া হয়েছে। হাত ধোয়া, মাস্ক পরা বা সামাজিক দূরত্ব মেনে চলার মতো স্বাভাবিক সতর্কতামূলক পদক্ষেপও এখন আর অনেকেই মানেন না। আর এর মধ্যেই আবারও ভয়ঙ্কর রূপ নিচ্ছে করোনাভাইরাস বা কোভিড-১৯। সংক্রামক এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে সপ্তাহে বিশ্বজুড়ে মৃত্যু হচ্ছে প্রায় ১৭০০ মানুষের। শুক্রবার এ তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা এএফপি। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কোভিড-১৯ এখনো সক্রিয় থাকায় ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে আবারও এই ভাইরাসের টিকা দেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছে সংস্থাটি।

এছাড়া ডব্লিউএইচওর মহাপরিচালক টেড্রোস আধানম গেব্রেয়াসুস কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন গ্রহণের হার হ্রাসের বিষয়েও সতর্কবার্তা দিয়েছেন। জাতিসংঘের স্বাস্থ্য সংস্থার এই প্রধান এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, ক্রমাগত মৃত্যুর সংখ্যা সামনে আসা সত্ত্বেও 'তথ্যগুলোতে দেখা যাচ্ছে, স্বাস্থ্যকর্মী এবং ৬০ বছরের বেশি বয়সী ব্যক্তিদের মধ্যে ভ্যাকসিনের কভারেজ হ্রাস পেয়েছে, সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে তারাও রয়েছেন।' তিনি আরো বলেন, 'সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকা লোকেদের তাদের শেষ ডোজ নেয়ার ১২ মাসের মধ্যে আবারও কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন নিতে ডব্লিউএইচও সুপারিশ করছে।' একইসঙ্গে ভাইরাস নজরদারি এবং সিকোয়েন্সিং বজায় রাখতে ও সাশ্রয়ী মূল্যে এবং নির্ভরযোগ্য পরীক্ষা, চিকিৎসা এবং সবার জন্য ভ্যাকসিন নিশ্চিত করার জন্য বিশ্বের সরকারগুলোর প্রতি আহ্বানও জানিয়েছে ডব্লিউএইচও। উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে চীনের উহান শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত হুনান সি-ফুড মার্কেটে প্রথম করোনা সংক্রমণের ঘটনা ঘটে। এরপর ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়া করোনা মহামারিতে মারা গেছেন ৭০ লাখেরও বেশি মানুষ। যদিও এই মহামারিতে প্রাণ হারানো মানুষের প্রকৃত সংখ্যা আরো অনেক বেশি বলে মনে করা হয়। মানুষের প্রাণ কাড়ার পাশাপাশি কোভিড-১৯ মহামারি বিশ্বের অনেকে দেশের অর্থনীতিকেও ছিন্নভিন্ন করেছে এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দিয়েছে। অবশ্য চীনের উহানে ভাইরাসটি প্রথম শনাক্ত হওয়ার তিন বছরেরও বেশি সময় পরে ২০২৩ সালের মে মাসে করোনাভাইরাস মহামারি আর 'বৈশ্বিক স্বাস্থ্য জরুরি অবস্থা' নয় বলে ঘোষণা করেছিলেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান টেড্রোস আধানম গেব্রেয়াসুস।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

গাজায় ইসরায়েলি বর্বরতা চলছেই, নিহত ছাড়ালো ৩৮৩০০

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ডে ইসরায়েলি বর্বর হামলায় গত ২৪ ঘণ্টায় আরো অর্ধশত ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এতে উপত্যকাটিতে নিহতের মোট সংখ্যা ছাড়িয়ে গেছে ৩৮ হাজার ৩০০। এছাড়া গত বছরের অক্টোবর থেকে চলা এই হামলায় আহত হয়েছেন আরো ৮৮ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি।

বৃহস্পতিবার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে বার্তাসংস্থা আনাদোলু।

প্রতিবেদনে বলা হয়, গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের চলমান হামলায় আরো ৫০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এতে গত বছরের অক্টোবর থেকে এ পর্যন্ত মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৩৮ হাজার ৩৪৫ জনে পৌঁছেছে বলে বৃহস্পতিবার অবরুদ্ধ এই ভূখণ্ডের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে।

মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, নিরলস এই হামলায় আরো অন্তত ৮৮ হাজার ২৯৫ জন ব্যক্তি আহত হয়েছেন।

মন্ত্রণালয় বলেছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ইসরায়েলি বাহিনীর করা দুটি 'গণহত্যায়' ৫০ জন নিহত এবং আরো ৫৪ জন আহত হয়েছেন। অনেক মানুষ এখনও ধ্বংসস্তূপের নিচে এবং রাস্তায় আটকা পড়ে আছেন কারণ উদ্ধারকারীরা তাদের কাছে পৌঁছাতে পারছেন না।

মূলত গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির দাবি জানিয়ে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব সত্ত্বেও ইসরায়েল অবরুদ্ধ এই ভূখণ্ডে তার নৃশংস আক্রমণ অব্যাহত রেখেছে। উল্লেখ্য, গত ৭ অক্টোবর হামাসের নজিরবিহীন আন্তঃসীমান্ত হামলার পর থেকে ইসরায়েল গাজা উপত্যকায় অবিরাম বিমান ও স্থল হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। ইসরায়েলি এই হামলায় হাসপাতাল, স্কুল, শরণার্থী শিবির, মসজিদ, গির্জাসহ হাজার হাজার ভবন ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়ে গেছে।

পাত্র চাই

পাত্রী সুন্নি মুসলিম, উজ্জ্বল বর্ণ, বয়স ৩০, বিএ, এলএলবি, এলএলএম, আলিপুর কোর্টের আইনজীবী, বাবা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী, মা গৃহবধূ, এক ভাই বিদেশে কর্মরত, বড় বোন বিবাহিতা। বজবজের বাসিন্দা। উপযুক্ত পাত্র চাই।
যোগাযোগ নং:
৮০১৭৮৩৭৬৩৩

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.২৯মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.২৯ মি.

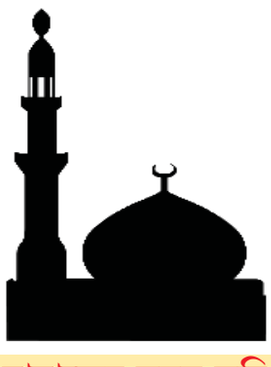

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.২৯	৫.০০
যোহর	১১.৪৬	
আসর	৪.১৯	
মাগরিব	৬.২৯	
এশা	৭.৪৯	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৯	

আইএস নেতা বাগদাদির স্ত্রীর মৃত্যুদণ্ড

আপনজন ডেস্ক: জঙ্গিগোষ্ঠী ইসলামিক স্টেট (আইএস)-এর সাবেক নেতা আবু বকর আল-বাগদাদির স্ত্রীকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে ইরাকের আদালত। বুধবার (১১ জুলাই) ইরাকের বিচার বিভাগ এ তথ্য জানিয়েছে। আইএস এর সঙ্গে কাজ করা এবং ইয়াজিদি নারীদের নিজ বাড়িতে আটকে রাখার জন্য তার বিরুদ্ধে এই সাজা ঘোষণা করা হয়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকটি বিচারিক সূত্র বলেছে, তুরস্কে আটক হওয়া এ নারীকে ইতিমধ্যে ইরাকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

ইসরায়েলে আবারও ৫০০ পাউন্ড ওজনের বোমা পাঠাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

আপনজন ডেস্ক: দখলদার ইসরায়েলে আবারও ৫০০ পাউন্ড ওজনের বোমা পাঠানো শুরু করবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসন। বৃহস্পতিবার (১১ জুলাই) একজন মার্কিন কর্মকর্তা এ তথ্য জানান। জনাকীর্ণ এলাকায় ব্যবহার করা হতে পারে–এমন উদ্বেগ থেকে গত মে মাসের শুরুর দিকে যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলের জন্য ২০০০ পাউন্ড বোমার চালান স্থগিত করেছিল।

কারণ, তখন গাজার দক্ষিণাঞ্চলীয় রাফায় বড় ধরনের স্থল অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছিল ইসরায়েল। যুক্তরাষ্ট্র সরকার ওই অভিযান শুরু করার ব্যাপারে বিরোধিতা করেছিল। তবে যুক্তরাষ্ট্রের ওই কর্মকর্তা বলেন, এখন রাফায় ইসরায়েল অভিযান বন্ধের ঘোষণা দেওয়ায় দেশটিতে এখন ৫০০ পাউন্ড বোমা পাঠানো হচ্ছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে ওই মার্কিন কর্মকর্তা বলেন, 'বিশেষ করে আমাদের উদ্বেগের জায়গা ছিল, রাফায় ইসরায়েলি অভিযানে ২০০০ পাউন্ড বোমার ব্যবহার নিয়ে। ওই অভিযান শেষ করার ঘোষণা দিয়েছে তারা।'

এই কর্মকর্তা ইঙ্গিত দেন, ৫০০ পাউন্ড বোমা মে মাসে স্থগিত হওয়া ২০০০ পাউন্ড বোমার চালানেরই অংশ। ৫০০ পাউন্ড বোমা নিয়ে উদ্বেগ না থাকায় এগুলো পাঠানো হচ্ছে।

ভূমিধসে রাস্তা থেকে ছিটকে নদীতে ২ বাস, নিখোঁজ ৬৩

আপনজন ডেস্ক: নেপালের মদন-আশ্রিত মহাসড়কে ভয়াবহ ভূমিধস হয়েছে। এতে দুটি যাত্রীবাহী বাস ছিটকে ত্রিশূলি নদীতে ভেসে গেছে। এ দুর্ঘটনায় অন্তত ৬৩ জন নিখোঁজ রয়েছেন।

শুক্রবার (১২ জুলাই) স্থানীয় সময় ভোর ৪টার দিকে এ ঘটনা ঘটেছে। চিতওয়ানের প্রধান জেলা কর্মকর্তা ইন্দ্রদেব যাদব জানিয়েছেন, বাসগুলো মহাসড়ক দিয়ে যাচ্ছিল, তখন ভূমিধস হলে সেগুলো রাস্তা থেকে নীচের নদীতে পড়ে।

যাদব জানান, প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী দুটি বাসে চালকসহ মোট ৬৫ জন যাত্রী ছিলেন। ভোর ৪টার দিকে ভূমিধসে বাসগুলো ভেসে যায়। আমরা ঘটনাস্থলে আছি এবং তল্লাশি অভিযান চলছে। অবিরাম বৃষ্টিপাত নিখোঁজ বাসগুলোর সন্ধানে আমাদের প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্ত করছে।

জানা গেছে, ভূমিধসে ছিটকে পড়া বাস দুটির একটি অ্যাঞ্জেল বাস যাচ্ছিল কাঠমান্ডুর দিকে। অপর বাস গণপতি ডিলাক্স যাচ্ছিল কাঠমান্ডু থেকে রাউতাহাটের গৌড়ের দিকে।

কর্মকর্তাদের প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুসারে, কাঠমান্ডুগামী বাসটিতে ২৪ জন এবং অন্য বাসটি ৪১ জন যাত্রী ছিলেন। তাদের মধ্যে গণপতি ডিলাক্সের তিনজন যাত্রী লাফিয়ে বাস থেকে বের হয়ে আসতে সক্ষম হন।

নেপালের প্রধানমন্ত্রী পুষ্পকমল দাহাল সব সরকারি সংস্থাকে যাত্রীদের উদ্ধারের নির্দেশ দিয়েছেন।

ব্রিটেনের বিবিসির সাংবাদিকের স্ত্রী-দুই কন্যাকে হত্যা, আটক ১

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাজ্যের পূর্ব ইংল্যান্ডের হার্টফোর্ডশায়ারের বুশে শহরে বৃটিশ গণমাধ্যম বিবিসির এক সাংবাদিকের স্ত্রী এবং তার দুই মেয়েকে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনায় সন্দেহভাজন এক ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ।

উত্তর লন্ডনের একটি কবরস্থানের কাছে ২৬ বছর বয়সী কাইল ক্লিফোর্ড নামে ঐ সন্দেহভাজনকে আহত অবস্থায় আটক করা হয়। তাকে ধরতে বড় ধরনের অভিযান চালিয়েছে পুলিশ।

বিবিসি ফাইভ লাইভের রেসিং বিভাগের ধারাভাষ্যকার জন হান্টের স্ত্রী এবং দুই মেয়ে হার্টফোর্ডশায়ারের বুশের অ্যাশলিন ক্লোজে অবস্থিত নিজ বাড়িতে অবস্থানকালেই হামলার শিকার হন। তাদের ক্রসবো (ধনুক জাতীয় অস্ত্র) দিয়ে হত্যা করা হয়।

জন হান্টের পরিবারকে ভালোভাবে চেনেন এমন এক নারী বলেন, তারা খুবই আন্তরিক, বন্ধুত্বপূর্ণ এবং কোমল মনের মানুষ। তারা সবসময় অন্যদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন।

পুলিশ জানিয়েছে, এ হত্যাকাণ্ডে সন্দেহভাজন যে ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে তিনি দুই বছর আগে বৃটিশ সেনাবাহিনীর চাকরি ছেড়ে দেন। হামলার ঘটনায় জন হান্টের স্ত্রী ক্যারল হান্ট, তার দুই মেয়ে হান্না হান্ট এবং লুইস হান্ট ঘটনাস্থলেই মারা গেছেন।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ১৮৮ সংখ্যা, ২৯ আষাঢ় ১৪৩১, ৬ মহরম, ১৪৪৬ হিজরি

অর্থনীতি

কোনো সমাজ বা রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক অবস্থা যখন দুর্বল হয়, তখন সামাজিক অপরাধ সবল হইয়া উঠে; সমাজে অস্থিরতা প্রকাশ পাইতে থাকে। এই চিরন্তন সত্য লইয়া জার্মানির বিখ্যাত পলিটিক্যাল ইকোনমিস্ট ম্যাক্স ওয়েভার ১৯৬৮ সালে একটি ভুবনবিখ্যাত গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, যাহার শিরোনাম–ইকোনমি অ্যান্ড সোসাইটি :অ্যান আউটলাইন অব ইন্টারপ্রেটিভ সোসিওলজি। ১৯৯৮ সালে ইন্টারন্যাশনাল সোসিওলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন এই গ্রন্থকে বিংশ শতাব্দীর সমাজবিজ্ঞানবিষয়ক সেরা গ্রন্থ বলিয়া ঘোষণা করে। ওয়েবার সহিংসতাকে রাষ্ট্র তাহার ব্যর্থতা ও দুর্বলতা দিয়ে কীভাবে সামাজিক সহিংসতাকে বৈধতা দেয় এবং স্থায়ী করিয়া তোলে, তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ইহাই শেষ নহে, বিষয়টি লইয়া বিশেষ করিয়া পশ্চিমা বিশ্বে নানা গবেষণা, প্রকাশনা ও উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়। ২০২১ সালে ইউরোপীয় কমিশন একটি সোশ্যাল ইকোনমিক অ্যাকশন প্ল্যান গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদের বক্তব্যের সারমর্ম হইল–সমাজে ন্যায়বিচার, চাকুরিতে সমান সুযোগ এবং পিছাইয়া পড়া জনগোষ্ঠীকে সম্মুখে লইয়া আসা একটি চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবিলা করা না গেলে এবং টেকসই না করা গেলে সামাজিক জীবনে শান্তি আনায়ন করা যাইবে না। এই ক্ষেত্রে তাহারা বৈপরীত্য এবং সংগতিগুলিকে চিহ্নিত করিয়াছেন। সেই অনুসারে যথাযথ পরিকল্পনা লইয়া অগ্রসর হইতেছেন। দুঃখের বিষয়–সমাজ ও অর্থনীতি লইয়া এই ধরনের কোনো পরিকল্পনা উন্নয়নশীল বিশ্ব গ্রহণ করে বলিয়া আমাদের জানা নাই। উন্নয়নশীল দেশগুলির সবচাইতে বড় দুর্বলতা হইল, যাহারা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থাকেন, তাহারা অতি সাময়িক চিন্তা দ্বারা পরিব্যাপ্ত হন।

বিশ্বের প্রতিটি দেশই এই সময়ে অল্পবিস্তর সংকটে রহিয়াছে। কোনো দেশ অর্থনৈতিক সংকটে, তো কোনো দেশ রাজনৈতিক সংকটে অধিক জর্জরিত। বিশেষ করিয়া করোনা মহামারির দুই বৎসর অতিবাহিত হইবার পর ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ এবং ইসরাইল-হামাস যুদ্ধ অনেক দেশকেই নড়বড়ে করিয়া ফেলিয়াছে; কিন্তু অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশ উভয় দিক দিয়াই সংকটে নিপতিত। একদিকে মুদ্রাস্ফীতির ঘাত সবচাইতে অধিক পড়িয়াছে এই দেশগুলিতে, অন্যদিকে রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং এই দুই পরিস্থিতির বাইপ্রোডাক্ট সামাজিক অপরাধ তাহাদের পরিবেশকে বিষময় করিয়া তুলিয়াছে। অথচ তাহারাই সংকটকে সংকট বলিয়া মনে করেন না। যাহার ফলে এই দেশগুলিকে স্থায়ীভাবে ঘানি টানিতে হয়। যেমন ক্যারিবিয়ার দেশ হাইতি, আফ্রিকার দেশ সুদানের কথা দিয়াই বলা যায়। এই দেশগুলিতে অর্থনৈতিক দুর্বলতা যেমন স্থায়ী, তেমনি আইনশৃঙ্খলা ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাও স্থায়ী রূপ লাভ করিয়াছে। দেশগুলির সরকার ও জনগণও যেন ঐ অস্থির রাজনৈতিক অবস্থা ও অস্থির জীবন মানিয়া লইয়াছে; কিন্তু যেই সকল দেশ এই ধরনের সমস্যা হইতে বাহির হইতে চাহে, তাহাদের তো পরিকল্পনা থাকিতে হইবে! হিসাব খুবই সহজ যে, কেহ গাছের সুস্বাদু ফল খাইতে চাহিলে তাহাকে গাছ লাগাইতে হইবে, উহার পরিচর্যা করিতে হইবে, ফল পাকিবার সময় দিতে হইবে, তাহার পর গাছ হইতে ফল পাড়িয়া তাহার স্বাদ গ্রহণ করিতে হইবে। এমনিতেই খাওয়ার টেবিলে ফল আসিবে না।

অতএব, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে আজ আমরা যে সামাজিক অস্থিরতা, অসংখ্য অপরাধ দেখিতে পাই, তাহার পিছনে রহিয়াছে অর্থনৈতিকভাবে পিছনে পড়িয়া যাওয়া। ইহা জানিতে হইবে, একটি সমাজে, একটি রাষ্ট্রে একজন মানুষ যদি তাহার শ্রম বিক্রয় করিয়া পেটের আহার জোগাইবার সুযোগ না পায়, তাহা হইলে সে অন্যের মাথায় লাঠি ভাঙিয়া নিজের পেট বাঁচাইতে চাহিবে–ইহাকে চিরাচরিত অলিখিত নিয়মই বলা যায়। এই অনাকাঙ্ক্ষিত নিয়মকে ভাঙিয়া সমাজকে একটি সুস্থ ধারায় লইয়া আসাই একটি রাষ্ট্রের দক্ষ পরিচালকদের কাজ।

মোদির মস্কো মিশনের নেপথ্যে থাকা ‘চিন ফ্যাক্টর’

গত মাসে জি-৭ বৈঠকে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁরা দ্বিপক্ষীয় বৈঠকও করেছিলেন। এ মাসে মোদি রাশিয়া সফর করলেন। মোদির এই রাশিয়া সফরের তাৎপর্য নিয়ে লিখেছেন **ব্রহ্ম চেলানি**

পাঁচ বছরের মধ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রথম রাশিয়া সফর করলেন। এর মধ্য দিয়ে বোঝা যাচ্ছে, মস্কোর সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্ক ঠিক রাখার বিষয়টিকে দিল্লি গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে।

ভারত যে মুহূর্তে সূক্ষ্মভাবে পশ্চিমের দিকে ঝুঁকছে এবং চীনের বিরুদ্ধে যায় যুক্তরাষ্ট্রকে এমন সব কৌশলগত সুবিধা দিচ্ছে, সে মুহূর্তে দিল্লি-মস্কোর এ সম্পর্ককে ভারতের নেতারা ভারসাম্যপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতির একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ বলে মনে করছেন।

২০০০ সালে রাশিয়া ও ভারত বার্ষিক সম্মেলন শুরু করেছিল। সেইমতো চলে আসছিল। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ২০২১ সালে দিল্লি সফর করার পর ২০২২ সালে মোদির মস্কো সফরের কথা ছিল।

কিন্তু ইউক্রেনের ওপর রাশিয়া পূর্ণমাত্রায় আগ্রাসন অভিযান শুরু করার পরিপ্রেক্ষিতে (এ অভিযান যুক্তরাষ্ট্র এবং তার অংশীদারদের রাশিয়ার ওপর নজিরবিহীন নিষেধাজ্ঞা আরোপে উৎসাহিত করেছিল) মোদি তাঁর নির্ধারিত সফর পিছিয়ে দিয়েছিলেন। (অবশ্য ২০২২ সালে উজবেকিস্তানে একটি আঞ্চলিক সম্মেলনে যোগ দেওয়ার সময় সম্মেলনের এক ফাঁকে মোদি পুতিনের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলেছিলেন। সেই আলাপে তিনি পুতিনকে ‘এটি যুদ্ধ করার সময় নয়’ বলে পরামর্শও দিয়েছিলেন)।

তবে ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ এত দিন ধরে চলার পর এখন এটি স্পষ্ট যে পশ্চিমা দেশগুলো রাশিয়াকে আন্তর্জাতিকভাবে বিচ্ছিন্ন করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করলেও সেটি সম্ভব হয়নি। রাশিয়া আন্তর্জাতিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়নি, অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত হয়নি।

যাহোক গত মাসে তৃতীয় মেয়াদে জয়ী হওয়ার পর মোদি ঘোষণা দিয়েছিলেন, তিনি তাঁর দীর্ঘ বিলম্বিত মস্কো সফরে যাবেন। পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায় নিলে বোঝা যাবে, মোদির মস্কো সফর মানে কিন্তু ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ ইস্যুতে রাশিয়ার পক্ষ নেওয়া নয়। কারণ, গত মাসেই মোদিকে জি-৭ বৈঠকে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে বুকে জড়িয়ে ধরতে দেখা গেছে এবং তাঁর সঙ্গে মোদি দ্বিপক্ষীয় বৈঠকও করেছেন।

মোদি মূলত ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধে সরাসরি রাশিয়ার পক্ষ না নিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কৌশলগত সুবিধাগুলো আদায় করতে চান। পাশাপাশি ভারত যে তার স্থায়ী পররাষ্ট্রনীতির স্বাধীনতায় কোনো আপস করে না, সেই বার্তাও তিনি এর মধ্য দিয়ে দিতে চান।

রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের সুসম্পর্কের শুরু ১৯৭১ সালে, যখন ভারত সবচেয়ে নাজুক অবস্থায় ছিল। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমানে ভারত) যেমন করেই হোক স্বাধীনতা আন্দোলনকে দমন করার চেষ্টা করছিল।

ওই সময় প্রায় ৩০ লাখ ভারতিকে পাকিস্তানি সেনারা হত্যা করেছিল, দুই লাখ নারীকে ধর্ষণ করেছিল এবং প্রায় এক কোটি লোক ভারতে পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল।

যুক্তরাষ্ট্র এ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিল না। তবে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের প্রশাসন পাকিস্তানের সামরিক স্বৈরশাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে পেছন থেকে সহায়তা করে যাচ্ছিল। নিক্সন প্রশাসন এশিয়ায় মার্কিন স্বার্থকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য ইয়াহিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখছিল।

যখন ইয়াহিয়া খানের সেনারা পূর্ব পাকিস্তানে গণহত্যা চালায়, তখন নিক্সন তাঁর জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হেনরি কিসিঞ্জারকে পাকিস্তান থেকে বেইজিংয়ে গোপন সফরে পাঠিয়েছিলেন (যে সফরটি পরে একটি বিখ্যাত গোপন সফর হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে) এবং কিসিঞ্জারের ওই সফরের জের ধরে ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারিতে নিক্সন নিজে চীন সফর করেছিলেন।

হোয়াইট হাউসের একটি বৈঠকে কিসিঞ্জার ইয়াহিয়া খানকে চীনের সঙ্গে তাঁর (ইয়াহিয়ার) ‘আস্তিনে লুকানো ছুরি’ কূটনীতির সাফল্যের জন্য কৃতিত্ব দিয়েছিলেন।

ভারত যাতে স্বাধীনতা অর্জন করতে না পারে, সে জন্য নিক্সন চীনকে ভারতের বিরুদ্ধে একটি সামরিক ফ্রন্ট খোলার জন্য চাপ দিয়েছিলেন।

হোয়াইট হাউসের টেপ এবং নথিপত্র অনুসারে, ভারতীয় সীমান্তের দিকে সেনা জমায়েত করার জন্য চীনাদের উৎসাহ দেওয়াই ছিল কিসিঞ্জারের কাজ। শয়তানি চালের দিক থেকে নিক্সন এতটাই এগিয়ে গিয়েছিলেন যে তিনি কিসিঞ্জারকে বলেছিলেন, ভারতে একটি ‘গণদুর্ভিক্ষ’ দরকার। এ ধরনের প্রতিকূলতার মুখে পড়ে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ক্রেমলিনের সঙ্গে একটি মৈত্রী চুক্তি করেন। ভারতের সেনাবাহিনী ভারতিদের সহায়তা করার জন্য যখন ১৩ দিনের একটি সামরিক অভিযান চালাচ্ছিল, তখন রাশিয়ার সঙ্গে করা সেই চুক্তির ধারাগুলো চীনকে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ভারতের হস্তক্ষেপকে সীমিত করে নিক্সন শক্তি প্রদর্শন করেছিলেন। এর অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োগে সক্ষম একটি নৌ টাস্কফোর্স মোতায়েন করেছিল।

রাশিয়ার কাছ থেকে কী চায় ভারত এই ‘গানবোট কূটনীতি’ ভারতকে ১৯৭৪ সালে তার প্রথম ভূগর্ভস্থ পারমাণবিক পরীক্ষা চালাতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ওই পরমাণু পরীক্ষার প্রতিক্রিয়া হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র ভারতের ওপর প্রযুক্তি-নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল। তিন দশক ধরে ওই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ ছিল।

অন্যদিকে পাকিস্তানকে পারমাণবিক বোমা বানাতে সাহায্য করেছিল যুক্তরাষ্ট্র ও চীন।

আজ ভারত রাশিয়ার তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বেশি গভীর ও অধিকতর বিস্তৃত সম্পর্ক বজায় রাখছে। কিন্তু নিক্সন চীনের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার যে সূচনা করে গিয়েছিলেন, তা আজও যুক্তরাষ্ট্র-ভারতের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককে তাড়া করে ফিরছে।

যুক্তরাষ্ট্র চীনের অর্থনৈতিক উত্থানকে কয়েক দশক ধরে সহায়তা দিয়ে গেছে। এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র শুধু নিজের হাতে তাদের সবচেয়ে বড় কৌশলগত প্রতিপক্ষ তৈরি করেছে, তা নয়, বরং তাদের ভুলের কারণেই এখন আঞ্চলিক আধিপত্যের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠা একটি শক্তিশালী সামরিক শত্রুর সঙ্গে ভারতকে যুঝতে হচ্ছে। এর একটি বড় বহিঃপ্রকাশ হিমালয়ে চীন-ভারতের সামরিক স্থবিরতা, যা এখন পঞ্চম বছরে পড়েছে।

চীন ও ভারতের এই দ্বন্দ্ব মস্কোর সঙ্গে দিল্লির সম্পর্ক জোরদার করার চেষ্টার পেছনের একটি মূল প্রেরণা। ভারত বিশ্বাস করে, মস্কো ও দিল্লির সম্পর্ক জোরদার হলে চীনকে বাগে রাখা সহজ হবে।

যুক্তরাষ্ট্র চীনের অর্থনৈতিক উত্থানকে কয়েক দশক ধরে সহায়তা দিয়ে গেছে। এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র শুধু নিজের হাতে তাদের সবচেয়ে বড় কৌশলগত প্রতিপক্ষ তৈরি করেছে, তা নয়, বরং তাদের ভুলের কারণেই এখন আঞ্চলিক আধিপত্যের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠা একটি শক্তিশালী সামরিক শত্রুর সঙ্গে ভারতকে যুঝতে হচ্ছে। এর একটি বড় বহিঃপ্রকাশ হিমালয়ে চীন-ভারতের সামরিক স্থবিরতা, যা এখন পঞ্চম বছরে পড়েছে।

রাশিয়ার ভূখণ্ড চীনের চেয়ে অনেক বড় এবং তার বিশাল অঞ্চলজুড়ে প্রাকৃতিক সম্পদের বিপুল মজুত রয়েছে। তার হাতে রয়েছে একটি বিশাল পারমাণবিক অস্ত্রাগার, ক্রমবর্ধমান মহাকাশ শক্তি এবং জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ভেটো দেওয়ার ক্ষমতা।

যেহেতু মধ্য এশিয়া, উত্তর-পূর্ব এশিয়া এবং আর্কটিক অঞ্চলকে চীন ও রাশিয়া উভয়ই তাদের কৌশলগত উঠান মনে করে। সে কারণে এই দুই দেশ পরস্পরের ‘প্রাকৃতিক’ প্রতিযোগী হয়েই ছিল। এরপরও সাম্প্রতিক বছরগুলোয় রাশিয়া ও চীন ক্রমবর্ধমানভাবে ঘনিষ্ঠ হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত ত্রুটির কারণেই এই দুই বিপরীত শক্তির মধ্যে ক্রমবর্ধমান নৈকট্য তৈরি হচ্ছে।

পারস্পরিক সুবিধার জন্য গড়া এই মৈত্রী (পুতিন ও সি চিন পিং যাকে ‘অন্তহীন অংশীদারি’ বলে অভিহিত করেছেন) শুধু যুক্তরাষ্ট্রের তুলনামূলক পতনকে ত্বরান্বিত করছে, তা-ই নয়; তাদের এই সম্পর্ক ভারতীয় নিরাপত্তাকেও হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

ইতিমধ্যে চীন রাশিয়ার জন্য একটি অর্থনৈতিক প্রাণসঞ্চারক শক্তি হিসেবে কাজ করছে। বিনিময়ে রাশিয়ার উন্নত সামরিক প্রযুক্তি চীনে প্রবেশাধিকার লাভ করেছে। অথচ এই সামরিক অস্ত্র তারা আগে শুধু ভারতের কাছে বিক্রি করত।

প্রকৃতপক্ষে ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ থেকে চীনের চেয়ে কোনো দেশই বেশি লাভবান হতে পারছে না।

এ অবস্থায় কাউকে না কাউকে অবশ্যই রাশিয়া-চীন সম্পর্কে ফাটল ধরাতে একটি ছেনি বা গোঁজ চালাতে হবে। যুক্তরাষ্ট্র সে দায়িত্ব না নেওয়ায় এখন চীনের সঙ্গে খুব বেশি ঘনিষ্ঠ না হতে রাশিয়াকে বোঝানোর দায় ভারতের ওপর এসে পড়েছে।

ভাগ্য ভালো, এটি বাস্তবতা থেকে খুব বেশি দূরের কোনো ভাবনা নয়।

উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে কারও যুদ্ধ বেধে গেলে রাশিয়া তাৎক্ষণিকভাবে সামরিক সহায়তা নিয়ে পিয়ংইয়ংয়ের পাশে দাঁড়াবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। যদিও তা ভারতের জন্য কোনো ভালো খবর নয়। তবে যেহেতু চীনের হাতের মুঠো থেকে ছুটে যাওয়া মক্কেল উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে রাশিয়ার নতুন প্রতিরক্ষা চুক্তি থেকে বোঝা যাচ্ছে, পুতিন তাঁর মতো করেই হাঁটতে ইচ্ছুক। তিনি মোটেও চীনের মন জুগিয়ে চলতে চান না।

এখন ভারতের জন্য প্রথম পদক্ষেপ হতে হবে ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের অবসান ঘটাতে মধ্যস্থতা করার চেষ্টা করা। এটি যুক্তরাষ্ট্রকে ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নিরাপত্তা জোরদার করার দিকে মনোযোগ দিতে উৎসাহিত করবে। আর সেটি হলে তাইওয়ানের বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হবে।

ব্রহ্ম চেলানি দিল্লিভিত্তিক গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি রিসার্চের স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের ইমেরিটাস অধ্যাপক। প্রজেক্ট সিন্ডিকেট-এর সৌজন্যে।

ট্রাম্প নেতৃত্ব দেওয়ার অযোগ্য

নিউইয়র্ক টাইমসের সম্পাদকীয় পরিষদ

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ‘নেতৃত্ব দেওয়ার অযোগ্য’ বলে ঘোষণা করেছে দেশটির প্রভাবশালী সংবাদপত্র দ্য নিউইয়র্ক টাইমসের সম্পাদকীয় পরিষদ। তারা বলেছে, তিনি কথা ও কাজে বিপজ্জনক। তিনি দেশের চেয়ে নিজেকে প্রাধান্য দেন।

রিপাবলিকান পার্টির জাতীয় সম্মেলন সামনে রেখে গতকাল বৃহস্পতিবার প্রকাশ করা এক নিবন্ধে নিউইয়র্ক টাইমসের সম্পাদকীয় পরিষদ এমন কথা বলেছে।

আগামী সপ্তাহে রিপাবলিকান পার্টির জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এই সম্মেলনে ট্রাম্পকে আনুষ্ঠানিকভাবে আসন্ন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হবে।

২০২০ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ছিলেন ট্রাম্প। সেই নির্বাচনে তিনি ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী জো বাইডেনের কাছে পরাজিত হন। রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী হিসেবে ২০১৬ সালের নির্বাচনে ট্রাম্প জয়ী হয়ে প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন।

নিউইয়র্ক টাইমসের সম্পাদকীয় পরিষদ উল্লেখ করেছে, আট বছরের মধ্যে তৃতীয়বারের মতো ট্রাম্প মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির মনোনয়ন পেতে যাচ্ছেন।

পরিষদ বলেছে, একসময়ের একটি মহান রাজনৈতিক দল (রিপাবলিকান পার্টি) এখন এক ব্যক্তির (ট্রাম্প) স্বার্থে কাজ করছে। তিনি এমন এক ব্যক্তি, যিনি স্পষ্টত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদের জন্য অযোগ্য। যেসব বিষয় এই দেশকে মহান করে তুলেছে, তার অনেক কিছুর সরাসরি বিরোধী তাঁর মূল্যবোধ, মেজাজমর্জি, ধারণা ও ভাষা।

ট্রাম্পকে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে বাছাইয়ের বিষয়কে একটি হতাশা করার মতো সিদ্ধান্ত বলে মনে করে পরিষদ। তারা বলেছে, দুই দশকের বেশি সময় ধরে যুক্তরাষ্ট্রের বৃহৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বলে আসছে, তারা দেশ পরিচালনা নিয়ে অসন্তুষ্ট। করোনা মহামারি-পরবর্তী সময়ের লাগামছাড়া মূল্যস্ফীতি, উচ্চ সুদের হার, সামাজিক বিভাজন ও রাজনৈতিক স্থবিরতা অনেক ভোটারকে আরও হতাশ করে তুলেছে।

পরিষদ বলেছে, রিপাবলিকান পার্টি একসময় এ ধরনের সমস্যার সমাধানে নির্বাচনী ক্ষমতাকে কাজে লাগাত। দেশ নিয়ে দলটির দৃষ্টিভঙ্গি স্বাধীনতা, ত্যাগ, ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও সবার কল্যাণের মতো মূল্যবোধের মধ্যে নিহিত ছিল। এ ক্ষেত্রে জর্জ এইচ ডব্লিউ বুশ, জন ম্যাককেইন, মিট রমনির নাম উল্লেখ করেছে পরিষদ। বলেছে, এসব মূল্যবোধ সম্পর্কে দলটির ধারণা, তার দীর্ঘস্থায়ী রক্ষণশীল নীতি এজেন্ডায় প্রতিফলিত হয়েছিল। আজ অনেক রিপাবলিকান অভিবাসন, বাণিজ্য ও কর বিষয়ে ট্রাম্পের অবস্থান নিয়ে চিন্তিত নন। কিন্তু এই নির্বাচনের ইস্যু নীতিগত মতপার্থক্য নিয়ে নয়; বরং আরও একটি মৌলিক বিষয় নিয়ে। তা হলো, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ও কমান্ডার ইন চিফের কোন গুণগুলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

পরিষদ বলেছে, ট্রাম্প এমন চরিত্র প্রদর্শন করেছেন, যা প্রেসিডেন্টের দায়িত্বের অনুপযুক্ত। তিনি সংবিধান, আইনের শাসন ও মার্কিন জনগণের প্রতি সম্পূর্ণ অসম্মান প্রদর্শন করেছেন। দেশের ভবিষ্যতের জন্য একটি দৃঢ়প্রত্যয়সূচক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর মধ্যে নেই; বরং তিনি রাজনৈতিক ক্ষমতার তৃষ্ণা দ্বারা উদ্দীপিত। আর তা হলো, নিজের স্বার্থকে এগিয়ে নিতে, তাড়নাকে তুষ্ট করতে এবং যাঁরা তাঁর সঙ্গে অন্যায় করেছেন বলে তিনি মনে করেন, তাঁদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রতিশোধ নিতে সরকারি শক্তির ব্যবহার।

সোজা কথায়, তিনি নেতৃত্ব দেওয়ার অযোগ্য।

ট্রাম্প যে নেতৃত্ব দেওয়ার অযোগ্য, তার বর্ণনা দিতে গিয়ে পাঁচটি বিষয় উল্লেখ করেছে পরিষদ। এগুলো হলো-

১. নৈতিক যোগ্যতা গুরুত্বপূর্ণ

মার্কিন প্রেসিডেন্ট প্রতিদিন এমন সব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন, যেগুলো সামলাতে তাঁর শুধু শক্তিমত্তা ও প্রত্যয়েরই দরকার হয় না; বরং সততা, নম্রতা, সহিষ্ণুতা ও সঠিক নৈতিক বিচার-বিবেচনা থেকে আসা দৃষ্টিভঙ্গিও দরকার। ট্রাম্পের কথা ও কাজ মৌলিক অধিকারের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালনের জন্য যে নৈতিক যোগ্যতা দরকার, তার স্পষ্ট অভাব ট্রাম্পের মধ্যে আছে। তিনি নির্লজ্জ ও বিদ্বেষপূর্ণভাবে মিথ্যা বলেন। তিনি বর্ণবাদীকে গ্রহণ করেন। নারীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন।

২. নীতির নেতৃত্ব গুরুত্বপূর্ণ

নীতির নেতৃত্বের যে আদর্শ, তার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছেন ট্রাম্প। তিনি ভিক্টর অরবান থেকে ভ্লাদিমির পুতিন, কিম জং-উনদের মতো একনায়কদের প্রশংসা করেন। তিনি ক্ষমতার ‘স্ট্রংম্যান মডেল’ বিশ্বাস করেন। চার বছর ক্ষমতায় থাকাকালে ট্রাম্প একজন ‘স্ট্রংম্যান’ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রকে শাসন করার চেষ্টা করেন। তিনি তখনকার টুইটারে নানা আদেশ বা ডিক্রি জারি করতেন। তিনি সামরিক, বাণিজ্য, পররাষ্ট্রনীতিতে আকস্মিক পরিবর্তনের ঘোষণা দিতেন। এ ক্ষেত্রে তিনি তাঁর প্রশাসনের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনাও পর্যন্ত করতেন না।

৩. চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গুরুত্বপূর্ণ

চরিত্র এমন এক গুণ, যা একজন নেতাকে বিশ্বাসযোগ্যতা দেয়। দেয় কর্তৃত্ব ও প্রভাব। ২০১৬ সালের নির্বাচনী প্রচারকালে ট্রাম্প তাঁর বিরোধী, তাঁদের পরিবারের ওপর আক্রমণ করেছিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে অনেক রিপাবলিকান এই উপসংহারে পৌঁছেছিলেন যে ট্রাম্পের এ ধরনের চরিত্রের অভাব আছে। প্রতিনিধি পরিষদের সাবেক রিপাবলিকান স্পিকার পল রায়ান গত মে মাসে বলেছিলেন, প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে যে ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার, তা ট্রাম্পের নেই।

৪. প্রেসিডেন্টের কথা গুরুত্বপূর্ণ

ট্রাম্প উগ্র ও সহিংস বক্তব্য দিয়ে আসছেন। তাঁর উসকানিমূলক বক্তব্যের জেরে মার্কিন কংগ্রেসে হামলা হয়েছিল। সম্প্রতি ট্রাম্প মিথ্যাবাদী, প্রতারক, ঠগ, বদমাশদের বিপরীতে তাঁকে ভোট দিয়ে জয়ী করার আহ্বান জানান। অভিবাসী ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে তিনি অবমাননাকর শব্দ ব্যবহার করেন। দলীয় মনোনয়ন নিশ্চিত হওয়ার পর উগ্র ও হিংসাত্মক বক্তৃতা দেওয়ার ক্ষেত্রে ট্রাম্প আরও বেশি বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন।

৫. আইনের শাসন গুরুত্বপূর্ণ

আইনের শাসনের প্রতি ট্রাম্পের অবজ্ঞার বিষয়টি উল্লেখ করেছে পরিষদ। তারা বলেছে, স্বল্পমেয়াদি ব্যক্তিগত লাভের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ব্যবস্থার অখণ্ডতার দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতিসাধনের মনোভাব আছে ট্রাম্পের। গণতন্ত্রের প্রতি ট্রাম্পের অজ্ঞতার সবচেয়ে স্পষ্ট ঘটনা হলো, ২০২০ সালের নির্বাচনের ফলাফল উল্টে দেওয়ার প্রচেষ্টা। শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর ঠেকাতে সহিংসতাকে উৎসাহিত করা।

নিউইয়র্ক টাইমসের সম্পাদকীয় পরিষদের নিবন্ধে বাইডেনের প্রসঙ্গও এসেছে। এতে বলা হয়, প্রেসিডেন্ট বাইডেন দলীয় প্রার্থী হিসেবে সঠিক ব্যক্তি কি না, তা নিয়ে ডেমোক্র্যাটরা নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করছেন। তাঁর বয়সগত সক্ষমতা নিয়ে ভোটারদের মধ্যে ব্যাপক উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। যথাযথ উদ্বেগের কারণ থেকেই এই বিতর্ক এত তীব্রতা পেয়েছে।

কেননা, ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিমত্তা, নিরাপত্তা ও জাতীয় চরিত্রের জন্য একটি বিপদ ডেকে আনতে পারেন। তাই একজন বিকল্প ডেমোক্র্যাট প্রার্থীই কেবল ট্রাম্পের ক্ষমতায় ফিরে আসার বিষয়টি ঠেকাতে পারে।

প্রথম নজর

বাধা দিয়েও মাকে খুন রুখতে না পারা নাবালক ছেলের সাক্ষীতেই সাজা

জিয়াউল হক ● চুঁচুড়া

আপনজন: ২০২২ সালের ১২ এপ্রিল বিচারকের কাছে বাবার বিরুদ্ধে গোপন জবানবন্দি দেয় সেই নাবালক ছেলে। এর আগে ৬ বছর বয়সেও সে গোপন জবানবন্দি দিয়েছিল বিচারকের সামনে। আর পরে ১৩ বছর বয়সে ফের সাক্ষী দেয়। ঘটনায় মোট ১২ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরে স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে খুন করেছিল স্বামী। আর সেই খুনের প্রত্যক্ষদর্শী ছিল তাদের দুই সন্তান। সেই খুনের মামলায় নাবালক ছেলের সাক্ষীর ভিত্তিতে বাবাকে দোষী সাব্যস্ত করল আদালত। বুধবার চুঁচুড়া আদালত ধনিয়াখালি থানার অন্তর্গত জামাইবাটি কাপগাছি গ্রামের বাসিন্দা সেখ নজিবুলকে দোষী সাব্যস্ত করে। বৃহস্পতিবার এই মামলায় সাজা ঘোষণা করলেন বিচারক।

মামলার বয়ান অনুযায়ী, নজিবুল তার স্ত্রী সাবিনা বেগমকে খুন করেছিল ২০১৫ সালের ২৫ অগস্ট । ধনিয়াখালিরই চক-সুলতান গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন সাবিনা। তাঁর সঙ্গে নজিবুলের বিয়ে হয়েছিল ২০০৬ সালে। পরে তাদের দুই সন্তান হয়। এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে তাদের। তবে বিয়ের কয়েক বছর পরে গ্রামের এক মহিলার সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে নজিবুল। এই নিয়ে নজিবুলের সঙ্গে তার স্ত্রীর অশান্তি নিত্যদিন লেগেই থাকত। তবে ২০১৫ সালের ২৫ অগস্টে তাদের সেই অশান্তি চরম আকার নেয়। ওই রাতে বালিশ চাপা দিয়ে স্ত্রীকে শ্বাস রোধ করে খুন করে নজিবুল। আর ঘটনার সময় তার দুই সন্তান সেখানে উপস্থিত ছিল। শুধু তাই নয়, যে নাবালক ছেলের সাক্ষীর ভিত্তিতে আদালত নজিবুলকে দোষী সাব্যস্ত করেছে সেই সময় তার বয়স ছিল মাত্র ৬ বছর। মাকে খুন করতে দেখে তখন বাবাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল সে। কিন্তু, বয়সে তখন ছোট হওয়ায় মাকে বাঁচাতে পারেনি। পরে সাবিনার বাবা মতিয়ার রহমানের অভিযোগের ভিত্তিতে নজিবুলকে গ্রেফতার করে ধনিয়াখালি থানার পুলিশ। ২০১৫ সালের ২৩ ডিসেম্বর সেই মামলায় চার্জশিট পেশ করে পুলিশ। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে খুন সহ একাধিক ধারা দেওয়া হয়। মামলা চলে নিম্ন আদালতে।

২০২২ সালের ১২ এপ্রিল বিচারকের কাছে বাবার বিরুদ্ধে গোপন জবানবন্দি দেয় সেই নাবালক ছেলে। এর আগে ৬ বছর বয়সেও সে গোপন জবানবন্দি দিয়েছিল বিচারকের সামনে। আর পরে ১৩ বছর বয়সে ফের সাক্ষী দেয়। ঘটনায় মোট ১২ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। অবশেষে বুধবার হুগলি জেলা আদালতের তৃতীয় অতিরিক্ত দায়রা বিচারক কৌস্তব মুখোপাধ্যায় সেখ নজিবুলকে দোষী সাব্যস্ত করেন। চুঁচুড়া আদালতের সরকারি আইনজীবী শঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন তিনি কোর্টের কাছে আবেদন করেছিলেন খুনের মামলায় দোষী ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড দেয়া হোক , কিন্তু বৃহস্পতিবার সমস্ত দিক বিচার বিবেচনা করে হুগলি জেলা আদালতের তৃতীয় অতিরিক্ত দায়রা বিচারক কৌস্তব মুখোপাধ্যায় নজরুলের ৩০২ ধারায় যাবজ্জীবন শাস্ত্রম কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা ধার্য করেন , এবং ৪৯৮এ ধারায় তিন বছর কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা ধার্য করেন।

পূর্ব বর্ধমানের আল মদিনা জামে মসজিদে হাজীদের সংবর্ধনা

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: ২০২৪ এর মক্কা মদিনা সফর করা হজ সম্পাদন করা হাজীদের বিশেষভাবে সংবর্ধিত করা হলো সেহারা বাজার আল মদিনা জামে মসজিদ থেকে। হাজী সংবর্ধনার আয়োজন করে সেহারা বাজার মাদ্রাসা দারুল উলুম । ইসলাম ধর্মের পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজের মধ্যে একটি হচ্ছে হজ ।আর্থিক সম্পদশালী মানুষদের হজ করা আবশ্যক। সেই হজ্জ কে উদ্বুদ্ধ করতে এবং কেমন করে হজ্জ সম্পাদন করতে হবে মক্কা মদিনা সহ কুরবানি ,ওমরাহ, সাফা মারওয়া পাহাড় প্রদক্ষিণ প্রভৃতি বিষয়গুলি কেমন হবে সম্পাদন করা হয়েছে এবং কেমন হবে, করা উচিত সেই বিষয়ে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা করা হয় । আগামী দিনে যাদের সামর্থ্য আছে তাদেরকে হজে উদ্বুদ্ধ করার জন্য আজকের এই হাজী সংবর্ধনা বলে জানান সেহারাবাজার রহমানিয়া ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সম্পাদক হাজী কুতুবউদ্দিন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সেহারা বাজার রহমানিয়া ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সহ-সম্পাদক তথা মাদ্রাসা দারুল উলুমের কার্যকরী সম্পাদক হাজী আসরাফ। এই হাজী সংবর্ধনায় সেহারাবাজার রহমানিয়া ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সম্পাদক হাজী কুতুব উদ্দিন সারা বিশ্বের মানুষের শান্তির জন্য এবং যারা দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে তাদের জন্য বিশেষভাবে দোয়ার প্রার্থনা করেন । অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের হজ বিষয়ক মাস্টার ট্রেনার মুফতি ইব্রাহিম, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আলেম মুফতি সাইফুল্লাহ কাসেমী সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা । অনুষ্ঠানের অন্যতম বক্তা মুফতি সাইফুল্লাহ কাসেমী বলেন হজ্জ সম্পাদন করার পর আগামী দিনে একজন হাজী সাহেবকে কিভাবে চলতে হবে কিভাবে জীবন ধারণ করতে হবে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। মুফতি সাইফুল্লাহ কাসেমী এই অনুষ্ঠানে জিকিরের মজলিস কায়েম করেন ।

অসুস্থতার কারণে স্কুলে অনুপস্থিত একমাত্র শিক্ষক, পড়া সামাল দিতে এলেন এসআই

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: অসুস্থতার কারনে স্কুলে অনুপস্থিত একমাত্র শিক্ষক, পঠন-পাঠন সামাল দিতে স্কুলে ছুটলেন এস আই। শহরের স্কুলে পড়ুয়া না থাকলেও যেখানে শিক্ষক শিক্ষিকার ছড়াছড়ি সেখানে শহরের অদূরে গ্রামের স্কুলে কেন এমন বৈষম্য । পড়ুয়া নেই। কিন্তু শিক্ষক শিক্ষিকা আছেন প্রয়োজনের তুলনায় বেশ বেশি। বাঁকুড়া শহরের কমবেশি সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যখন এমন অবস্থা তখন শহর ছাড়ালেই গ্রামের স্কুলগুলিতে শিক্ষকের অভাব রীতিমত চোখে পড়ার মতো। পরিস্থিতি এমনই যে স্কুলের একমাত্র শিক্ষক অসুস্থতার কারনে স্কুলে আসতে না পারায় স্কুলের পঠন পাঠন সামাল দিতে স্কুলে ছুটতে হল খোদ সার্কেল ইন্সপেক্টর অফ স্কুলকে । স্কুলের মিড ডে মিল থেকে শুরু করে পঠন পাঠন সবই সামাল দিলেন শিক্ষা দফতরের ওই আধিকারিক। ঘটনা বাঁকুড়া দু নম্বর ব্লকের বাহাদুরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের।

প্রাথমিক শিক্ষা দফতরের বাঁকুড়া সদর পূর্ব সার্কেলের অধীনে রয়েছে ৯৯ টি প্রাথমিক স্কুল। এরমধ্যে বেশিরভাগ প্রাথমিক স্কুলের অবস্থানই বাঁকুড়া শহরে। শহর লাগোয়া পুরন্দরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় রয়েছে অল্প সংখ্যক প্রাথমিক স্কুল। পড়ুয়ার অভাবে শহরের প্রাথমিক স্কুলগুলি ধুঁকলেও সেখানে শিক্ষক শিক্ষিকার কোনো অভাব নেই। শহরের কোনো কোনো স্কুলে দু চারজন পড়ুয়ার জন্য বরাদ্দ রয়েছে দুই থেকে তিন জন শিক্ষকও। শহরের স্কুলগুলির যখন এমন অবস্থা তখন শহর থেকে মাত্র আট দশ কিলোমিটার দূরে থাকা বাহাদুরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রয়েছেন একমাত্র শিক্ষক। সঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় নামের ওই শিক্ষক আজ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই অবস্থায় স্কুলে এসেও বাড়ি ফিরে যেতে হত পড়ুয়াদের। কিন্তু খবর পেয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে নিজের দফতরের কাজ ফেলে ওই স্কুলে ছুটতে হল বাঁকুড়া সদর পূর্ব চক্রের সার্কেল ইন্সপেক্টর অফ স্কুল সজল মাহাতোকে। স্কুলে আসা পড়ুয়াদের পড়ানো থেকে শুরু করে স্কুলের মিড ডে মিলের দায়িত্ব সামলালেন ওই সার্কেল ইন্সপেক্টর অফ স্কুল। স্থানীয় অভিভাবকদের দাবী স্কুলে একজন শিক্ষক থাকায় তিনি অনুপস্থিত থাকলেই স্কুলে পঠন পাঠন বন্ধ হয়ে যায়।

প্রতিদিন এস আই অফ স্কুলের পক্ষে স্কুলের পঠন পাঠন সামাল দেওয়া সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে স্কুলের পড়ুয়াদের পড়াশোনা ব্যহত হতে বাধ্য। অভিভাবকদের দাবী মানছেন এস আই অফ স্কুলও। তাঁর বক্তব্য এই স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষক পাঠানোর কথা বারবার উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও লাভের লাভ কিছু হয়নি।

বৃহস্পতিবার বাঁকুড়ার বাহাদুরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এই ঘটনার পর স্বাভাবিক ভাবেই বাঁকুড়া জেলার প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন সামনে এসেছে। প্রথমত শিক্ষা অধিকার আইনে প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কমপক্ষে দুজন শিক্ষক থাকা বাধ্যতামূলক। কিন্তু কেন সেই নিয়ম মানছে না প্রাথমিক শিক্ষা দফতর? দ্বিতীয় জেলার প্রাথমিক স্কুলগুলিতে শিক্ষক মোতায়েনের ক্ষেত্রে গ্রাম ও শহরে কেন এত বৈষম্য? তৃতীয়ত কেন শহরের স্কুলগুলিতে থাকা সারপ্লাস শিক্ষকদের একমাত্র শিক্ষক দিয়ে চালানো স্কুলগুলিতে পাঠানো হচ্ছে না? প্রশ্ন একাধিক থাকলেও নিরুত্তর বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ।

ক্রেতা সুরক্ষা বিষয়ক শিবির রাজনগরে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বীরভূম

আপনজন: বীরভূম জেলা ক্রেতা সুরক্ষা বিষয়ক দপ্তর ও সিউড়ি প্রগ্রেসিভ অ্যান্ড মাইনোরিটি ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে রাজনগর মহাবিদ্যালয় ও রাজনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে ক্রেতা সুরক্ষা বিষয়ক সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয় বৃহস্পতিবার । পৃথক পৃথক ভাবে রাজনগর মহাবিদ্যালয় এবং রাজনগর বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী সহ শিক্ষক-শিক্ষিকারা শিবিরে অংশ নেন। উপস্থিত ছিলেন বীরভূম কনজিউমার ওয়েলফেয়ার অফিসার বিধুভুষন সাহা, সিউড়ি প্রগ্রেসিভ এন্ড মাইনরিটি ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সচিব মহম্মদ রফিক , সূর্য শেখর পাল , শিক্ষক তড়িৎ চৌধুরী, দিব্যেন্দু মন্ডল, আসিস সৌ, শিক্ষিকা পূর্ণিমা দাস প্রমুখ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মহররম নিয়ে লোকপুর থানায় বৈঠক

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: আসন্ন পবিত্র মহররম উপলক্ষে লোকপুর থানা এলাকার আস্তানা তথা মহররম কমিটিগুলিকে নিয়ে শান্তি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বীরভূম জেলা পুলিশের উদ্যোগে এবং লোকপুর থানার ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় থানা প্রাঙ্গনে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ এই শান্তি বৈঠক আয়োজিত হয়। পূর্ব নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী মহরমের শোভাযাত্রা, লাঠি খেলা ইত্যাদি পালন করা হবে। কেউ যেন মদ খেয়ে মাতলামি বা অস্ত্র নিয়ে খেলা না করেন সেই আহ্বান পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন ডিএসপি হেডকোয়ার্টার তৌহিদ আনোয়ার, চন্দ্রপুর সার্কেল ইন্সপেক্টর চয়ন ঘোষ, লোকপুর থানার ওসি পার্থ ঘোষ, এস আই প্রশান্ত ঘোষ, এএসআই নয়ন ঘোষ সহ লোকপুর থানা এলাকার বিভিন্ন আস্তানা কমিটির সদস্য এবং এলাকার বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ।

নির্দিষ্ট সময়সীমা শেষ, ফের ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে ময়দানে প্রশাসন

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: নির্দিষ্ট সময়সীমা পেরোতেই ফের ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে ময়দানে নামল বালুরঘাট পুরসভা। পুরসভা ও পুলিশ প্রশাসনের তরফে ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে বিশেষ অভিযান চালানো হয় বৃহস্পতিবার।

জানা গিয়েছে, ফুটপাত দখলমুক্ত করতে ১০ জুলাই পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। মাইকে এ বিষয়ে পুরসভার তরফে ঘোষণাও করা হয়েছিল। ১০ জুলাই এর মধ্যে ফুটপাত দখলমুক্ত করা না হলে প্রশাসন আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে বলেও প্রচার চালানো হয়েছিল। সেই সময়সীমা অতিক্রান্ত হতেই বৃহস্পতিবার সকালে পুলিশ ও পুরসভা যৌথভাবে অভিযান চালায়। তবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনেক ব্যবসায়ী ফুটপাত ফাঁকা করে দিলেও কয়েকজন তা মানেনি। এর ফলে ফুটপাত দখলকারীদের বিরুদ্ধে বুলডোজার সহ অভিযানে নামে প্রশাসন।

এদিনের অভিযানে উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক কুমার মিত্র, বালুরঘাট থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজা সহ আরো অনেকে।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি নবান্নের বৈঠকে ফুটপাত দখলমুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তারপর থেকেই নড়েচরে বসেছে প্রশাসন। সেই মতো বালুরঘাট শহরের ফুটপাত দখল মুক্ত করতে ও শহরের পার্কিং জোন ঘুরে দেখতে যৌথভাবে অভিযান শুরু করে বালুরঘাট পুরসভা ও পুলিশ প্রশাসন। বালুরঘাট শহরেও ফুটপাত দখল করে ব্যবসা করছিলেন অনেক ব্যাবসায়ী। পাশাপাশি শহরের মধ্যেও যত্রতত্র গাড়ি বা মোটরবাইক পার্কিং করতে দেখা যায় অনেকেই।

যারা ফুটপাত দখল করে দোকান করছিলেন তাঁদেরকে ১০ তারিখের মধ্যে তা ছেড়ে দিতে বলা হয়েছিল। সেই মতো নির্ধারিত সময় পেরোতেই আজ ফের অভিযান চালানো হয় প্রশাসনের তরফে।এ বিষয়ে বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক কুমার মিত্র বলেন, 'ফুটপাত দখল করে যারা ব্যবসা করছেন তাদেরকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মাননিক। ফুটপাত দখল করে যারা ব্যবসা করছিলেন তাঁদের জন্য বিকল্প চিন্তা ভাবনা আমরা করছি।

ইসলামিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কাশিমনগরে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: মালদা জেলার কালিয়াচক থানার অন্তর্গত জালালপুর কাশিমনগর গ্রামে অনুষ্ঠিত হয় ইসলামিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

আট রাত্রি ব্যাপি বিশ্ব নবীর জীবন চরিত্র আলোচনা চলে, তারই মাঝে শেষের দিন আসর নামাজের পর শুরু হয় কাশিমনগর মক্তবের ছেলে মেয়েদের নিয়ে ইসলামিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

বিচারক মন্ডলী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব হাফেজ কারি নজরুল ইসলাম, মুফতী আব্দুল ওয়ারিস এবং মাও আলামিন সাহেব।

সভা পরিচালনা করার দায়িত্ব পালন করেন উক্ত মসজিদের ইমাম জনাব জাসিমুদ্দিন সেখ জাফারী সাহেব।

সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জনাব ইসমাইল সাহেব, আব্দুল কারিম, নুরুল ইসলাম, আবু সলেহ, এহসান আলি, আফজাল সেখ, ইব্রাহিম খাঁন, জাকির খান প্রমুখ।

বর্ষায় পোকামাকড়ের ভয় স্বাস্থ্য কেন্দ্র যেতে

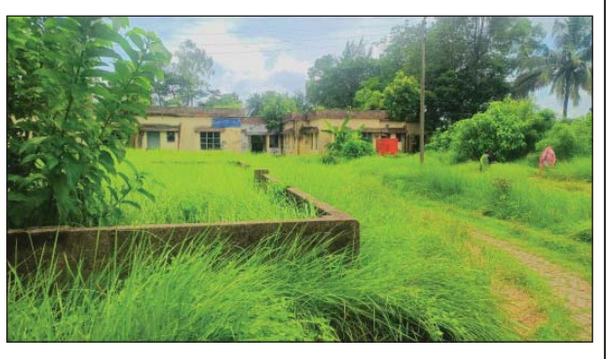

হাসান লস্কর ● কুলতলি

আপনজন: সুন্দরবনের একেবারে প্রত্যন্ত এলাকা কুলতলীর মৈপিঠ বৈকন্ঠপুর ও গুড়গুড়িয়া ভুবনেশ্বরী অঞ্চলের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ও বাম আমলে নির্মিত বিশাল পরিধির ১০ সজ্জা বিশিষ্ট ভুবনেশ্বরী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি। আর সেই হাসপাতালের চারপাশে এই মুহূর্তে গজিয়ে উঠেছে অসংখ্য গাছ গাছালি লতাপাতা উলুবনে পরিপূর্ণতায় জঙ্গলের আকার ধারণ করায়-তাতেই সরীসৃপ এর উৎপাত বেড়েছে।

আর তারই ভয়ে হাসপাতাল মুখী হচ্ছে না এলাকার রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত মানুষজন। এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি নিয়মিত ডাক্তারবাবু ও না আসায় সমস্যায় সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকার মৎস্যজীবী থেকে শুরু করে অসহায় মানুষজন। যেখানে সুন্দরবনের বাঘের আক্রমণে গুরুতর আহত কিম্বা নিহত হতে হয় তাদের দীর্ঘ প্রায় ৩৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত জয়নগর কুলতলী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র সেখানে গিয়ে এই সমস্ত রোগীদের প্রাথমিক চিকিৎসা নিতে হয়। আর এই দীর্ঘ সময়ে বাঘের আক্রমণে আহত ব্যক্তির রক্তক্ষরণ ঘটে। রক্তশূন্যতায় শেষে মারাও যায় তারা।

মানবাধিকার সংগঠন এপিডিয়ার এর জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মিঠুন মন্ডল এর কথায় মৌলিক অধিকারের মধ্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা এই সমস্ত পরিবারে ঠিকমত মেলেনা। স্থানীয় গ্রামীন চিকিৎসক যারা আছেন তারা এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দিনের পর দিন ফুলেঁফেঁপে উঠছে। এখানে মাত্র একজন ফার্মাসিষ্ট, একজন স্টাফনার্স ও একজন ডাক্তার যিনি সপ্তাহে দু-তিন দিন আসেন। বাকি দিনগুলো ফার্মাসিষ্ট ও স্টাফ নার্স চালায়। সরকারের উদাসীনতায় কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি ঠিকমতো রক্ষণাবেক্ষণ না হওয়ায় ধ্বংসের মুখে।

মহরম নিয়ে সমন্বয় বৈঠক উলুবেড়িয়ায়

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: আসন্ন মহরম নিয়ে প্রশাসনিক সমন্বয় কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হল উলুবেড়িয়া-১নং ব্লকের মিটিং হলে। প্রশাসন সূত্রের খবর,উলুবেড়িয়া-১নং ব্লকের অধীন মোট ২৬টি মহরম কমিটি রয়েছে।সকল কমিটিগুলিকে মহরম বিষয়ক বিশেষ নির্দেশ দেন প্রশাসনিক আধিকারিকগণ।

বৃহস্পতিবার বিকেলে ওই প্রশাসন সমন্বয় কমিটির বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান অভয় কুমার দাস, ভাইস-চেয়ারম্যান শেখ ইনামুর রহমান,উলুবেড়িয়া-১নং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এইচ এম রিয়াজুল হক, উলুবেড়িয়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক(এসডিপিও) নিরুপম ঘোষ,উলুবেড়িয়া থানার আইসি সঞ্জয় কুমার দে,উলুবেড়িয়া-১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অতীন্দ্র শেখর প্রামাণিক,উলুবেড়িয়া পৌরসভার কাউন্সিলর হাসিবুর রহমান প্রমুখ।

মাতলা সেতুর রেলিংয়ে ধাক্কা, জখম যুবক

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: মাতলা সেতুর রেলিংয়ে সজোরে ধাক্কা মেরে গুরুতর জখম হল এক বাইক চালক। নাজিম বৈদ্য নামে ওই বাইক চালক বর্তমানে আশাঙ্কাজনক অবস্থায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। ক্যানিং থানার পুলিশ বাইকটি উদ্ধার করে আটক করেছে।স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে জীবনতলা থানার অন্তর্গত ১ নম্বর চড়াবিদ্যা গ্রামের যুবক নাজিম বৈদ্য। বৃহস্পতিবার বাইক চালিয়ে ক্যানিংয়ের তালদিতে এক আত্মীয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়েছিল। দুপুরে বাইক চালিয়ে চড়াবিদ্যার বাড়িতে ফিরছিল। ক্যানিংয়ের মাতলা ব্রীজের রেলিংয়ে বাইক নিয়ে আচমকা সজোরে ধাক্কা মারে। গুরুতর জখম হয়ে রাস্তার উপর পড়ে যায়।

ফুটপাত জুড়ে অবৈধ দোকান, হানা খড়গ্রামে

রঙ্গিলা খাতুন ● খড়গ্রাম

আপনজন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কড়া নির্দেশের পরে জেলা জুড়ে জায়গা দখলমুক্ত করতে অভিযান শুরু হয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলার খড়গ্রাম ব্লকের বাদশাহী রোডের দুই ধারে দীর্ঘদিন ধরেই ফুটপাতে দখল করে ব্যবসা চলছে।খড়গ্রাম, নগর, শেরপুর , ফুটপাত দখল করে গড়ে উঠেছে ফলের দোকান, হোটেল রেস্টুরেন্টসট বিভিন্ন দোকান। যার ফলে মাঝে মধ্যেই যান জটের সৃষ্টি হয়। বৃহস্পতিবার খড়গ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সুরজিৎ হালদার বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে আজ প্রতিটা দোকানে দোকানে সতর্ক বার্তা দিয়ে জানিয়েদেন , অবৈধভাবে ফুটপাত থাকা দোকান সরিয়ে , ফুটপাত মুক্ত করতে হবে। যদিও এ বিষয়ে ফুটপাতে থাকা ব্যবসায়ীদের সময় দেওয়া হয়েছে।

প্লাস্টিক মুক্ত সুন্দরবন তৈরির লক্ষ্যে এগিয়ে এল জেলা প্রশাসন

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● সুন্দরবন

আপনজন: এবার প্লাস্টিক মুক্ত জেলা হতে চলেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা। সেই লক্ষ্যে জোরকদমে কাজ শুরু হয়েছে। জেলার প্রত্যেকটি ব্লকেই খোলা হচ্ছে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট।ফলতার হরিণডাঙা-১, বজবজের ডোঙারিয়া রায়পুর, সাগরের রামকরচর, ধসপাড়া সুমতিনগর-১, মগরাহাট-২ এর যুগদিয়া ও মথুরাপুর-২ এর দিঘিরপাড় বকুলতলায় এই কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। এছাড়াও জেলার অন্যান্য ব্লকগুলিতেও তৈরি হয়েছে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট কেন্দ্র। এরপর ক্রমান্বয়ে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে তৈরি হবে এই কেন্দ্র। সেখানে প্লাস্টিক জাতীয় বস্তুগুলিকে আনা হবে গাড়িতে করে।

এরপর সেগুলিকে পুনঃব্যবহারযোগ্য করা হবে।দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে অসংখ্য নদী ও নালা রয়েছে। সেগুলিতে প্লাস্টিক পড়ে অসুবিধা হচ্ছে। জলজ জীবের ক্ষতি তো হচ্ছেই, সেই সঙ্গে বর্ষার সময় এগুলি নিকাশীপথে বাধার সৃষ্টি করে বন্যার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ফলে এই জেলাকে সম্পূর্ণ প্লাস্টিক মুক্ত জেলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন।

সীমান্তবর্তী চাপড়া থানার উদ্যোগে সেফ ড্রাইভ, সেফ লাইফ

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: সীমান্তবর্তী চাপড়া থানার উদ্যোগে সেফ ড্রাইভ,সেফ লাইফ কর্মসূচি পালন করল কৃষ্ণনগর জেলা চাপড়া থানার পুলিশ। বিভিন্ন প্রতিযোগিতা এবং শতাধিক পুলিশ কর্মী নিয়ে পদযাত্রা মধ্য দিয়ে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন করল চাপড়া থানা।বাইকের পিছনে হেলমেট পড়ে বসে পথ দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা জন্য সচেতনর বার্তা দিলেন চাপড়া থানার ভারপ্রাপ্ত আইসি অনিন্দ্য মুখার্জী,চাপড়ার থানার দায়িত্বে থাকা ট্রাফিক আধিকারিক জাহাঙ্গীর হোসেন সহ একাধিক পুলিশ আধিকারিক চাপড়া স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা এই পথযাত্রায় শামিল হয়।পথ দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেতে মানুষকে আরো বেশি সচেতন করতে চাপড়া থানার পুলিশের অভিনব উদ্যোগ বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টায় প্রায়ই শতাধিক পুলিশ কর্মী নিয়ে পদযাত্রার মধ্য দিয়ে পালন করল পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ।এদিন পদযাত্রা শুরু হয় শ্রীনগর মোড় থেকে তিন কিমি পথ অতিক্রম করে বিডিও অফিসে পদযাত্রা শেষ হয়। পদযাত্রার অংশগ্রহণ করেন ছাত্র-ছাত্রী সহ চাপড়া থানার পুলিশ আধিকারিকরা।

‘মেসিই হয়তো আমার সন্তানের আশীর্বাদপুষ্ট’– বললেন ইয়ামালের বাবা

আপনজন ডেস্ক: পৃথিবীতে এখন অন্যতম সুখী মানুষের নাম মৌনির নাসরাউয়ি। ভদ্রলোককে অপরিচিত লাগতেই পারে। যদি বলা হয় তিনি লামিনে ইয়ামালের বাবা, তাহলে সম্ভবত সুখী থাকার কারণটা পরিষ্কার হয়ে যায়।
ইউরোয় ইয়ামাল যা দেখাচ্ছেন, তাতে বাবা হিসেবে তাঁর বুকটা গর্বে ভরে যাওয়ার কথা। ইউরোয় সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে শুধু মাঠে নামার রেকর্ডই গড়েননি ইয়ামাল, সর্বকনিষ্ঠ গোলদাতার রেকর্ডও গড়েছেন চোখধাঁধানো এক গোলে। আর সেটাও সেমিফাইনালের মতো ম্যাচে।
এমন পারফরম্যান্সের পর ইংল্যান্ডের কিংবদন্তি গ্যারি লিনেকারের কথাটাও নিশ্চয়ই শুনেছেন নাসরাউয়ি, ‘একজন মহাতারকার জন্ম হলো।’ তাহলে বলুন, নাসরাউয়ি কেন গর্ব বোধ করবেন না? বাবা হিসেবে তিনি যে এখন ভীষণ গর্বিত, সেটা বোঝা যায় স্পেনের সংবাদমাধ্যম মুন্দো দেপোর্তিভোর সঙ্গে নাসরাউয়ির আলাপচারিতায়ও। এবারের ইউরোয় ছেলের পারফরম্যান্স নিয়ে বলেছেন, ‘আর সবার মতো আমিও আনন্দ নিয়ে উপভোগ করছি। আমরা ফাইনালে উঠেছি এবং স্পেনের সব খেলোয়াড়ের জন্য গর্ব লাগছে।’ কিন্তু ছেলের জন্য গর্বটা একটু বেশি লাগাই তো স্বাভাবিক? নাসরাউয়ি সরাসরি এর উত্তরে যাননি। এটুকু বলেছেন, ইয়ামালের জন্মের পরই বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর ছেলে একদিন বড় কিছুই হবে, ‘আমি জানতাম সে তারকা হয়ে উঠবে। বাবারা এমনই মনে করেন এবং যেকোনো বাবাই চান তাঁর সন্তান সেরা হয়ে উঠুক। আমি তার জীবনে সেরাটাই কামনা করি ও আশা করি যেন ইউরো জিততে পারে, তাতে আমরাও চ্যাম্পিয়ন হব।’
নাসরাউয়ি জানিয়েছেন, ১৬ বছর বয়সী ইয়ামাল নিজেও এখন খোশমেজাজে আছেন। তাঁর বাবার ভাষায়, ‘লামিনে উচ্ছ্বাসের মধ্যে আছে। অন্য সব খুদেদের মতো সে-ও সর্বকনিষ্ঠ হিসেবে ইউরো জিততে চায়।’ ইয়ামালের জন্ম ২০০৭ সালের ১৩ জুলাই কাতালুনিয়ান শহর মাতারোয়ে। তাঁর বাবা মরোক্কান এবং মায়ের বাড়ি বিষুবীয় গিনি। ২০১৪ সালে মাত্র সাত বছর বয়সে ফুটবল পায়ে যাত্রা শুরু এই উইঙ্গারের। বার্সেলোনার ফুটবল একাডেমি ‘লা মাসিয়া’র বয়সভিত্তিক দল থেকে তাঁকে বার্সার মূল দলে তুলে আনেন সাবেক কোচ জাভি হার্নান্দেজ। এর পর থেকেই ধীরে ধীরে পাদপ্রদীপের আলো কাড়ছেন এই কিশোর। ইয়ামালইয়ামালের বাবার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট সেটি এতটাই যে কিছুদিন আগে ইনস্টাগ্রামে নাসরাউয়ির পোস্ট করা একটি ছবি ভাইরাল হয়। ছবিতে দেখা যায়, প্লাস্টিকের একটি বড় গামলার মধ্যে ছয় মাস বয়সী শিশু ইয়ামাল। লিওনেল মেসি সেই গামলার পাশে আয়েশ করে শিশু ইয়ামালকে গোসল করাচ্ছেন। ক্যাপশনে নাসরাউয়ি লিখেছিলেন, ‘দুই কিংবদন্তির যাত্রা শুরু।’ ইউরোর সেমিফাইনালে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ইয়ামালের দুর্দান্ত সেই গোলের পর ছবিটি ভাইরাল হয়। নাসরাউয়ির কাছে সেই ছবির ব্যাপারেও জানতে চাওয়া হয়েছিল। কেউ কেউ বলছেন, তখন ২০ বছর বয়সী মেসির স্পর্শ কিংবা আশীর্বাদে ইয়ামাল আজ তারকা হয়ে উঠেছেন। নাসরাউয়ি এ প্রসঙ্গে মজা করলেও তার আগে বলেছেন, ‘মেসির ছবিটি জীবনের কাকতালীয় ব্যাপার। তার যেখানে পৌঁছানোর কথা, সে তা পেরেছে।’ এরপরই নাসরাউয়ির কাছে জানতে চাওয়া হয়, ইয়ামাল কি তবে মেসির আশীর্বাদপুষ্ট?
এই প্রশ্নে শুধু ইয়ামালের বাবা নন, পৃথিবীর সব বাবাই সম্ভবত একই উত্তর দিতেন। নাসরাউয়ির মুখেও একই সুর ফুটেছে, তবে একটু মজার ছলে, ‘কিংবা মেসিই হয়তো আমার সন্তানের কাছ থেকে আশীর্বাদপুষ্ট। আমি জানি না। আমার কাছে আমার সন্তান সবকিছুতেই সেরা। সেটা শুধু ফুটবল নয়, ভালোবাসা, ব্যক্তি–সবকিছুতেই।’ ইউরোর ফাইনাল মাঠে বসে দেখতে চান নাসরাউয়ি। রোববার ভারত সময় রাত একটায় বার্লিনের অলিম্পিক স্টেডিয়ামে ফাইনালে ইংল্যান্ডের মুখোমুখি হবে স্পেন। এই ম্যাচ নিয়ে নাসরাউয়ি বলেছেন, ‘শনিবার (স্থানীয় সময়) সকালে আমি জার্মানি যাচ্ছি। আশা করছি (শিরোপা) জেতা পর্যন্ত থাকব।’

দারুণ প্রত্যাবর্তনে আবার ফাইনালে আলকারাজ

আপনজন ডেস্ক: সেন্টার কোর্টে দানি মেদভেদের কাছে প্রথম সেট হেরে ধাক্কা খান কার্লোস আলকারাজ। তাতে অবশ্য দমে যাননি এই স্প্যানিয়ার্ড। পরের তিন সেটে দুর্দান্ত প্রতাপে ঘুরে দাঁড়িয়ে পৌঁছে গেছেন উইম্বলডনের টানা দ্বিতীয় ফাইনালে। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন হয়ে খেলতে এসে আলকারাজের জয় ৬-৭, (১-৭), ৬-৩, ৬-৪, ৬-৪ গেমে।
এদিকে নারী এককের প্রথম সেমিফাইনালে রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ের পর ডোনা ভেকিচকে হারিয়ে ফাইনালে পা দেন জেসমিন পাওলিনি।
অন্য সেমিতে ফেভারিট এলেনা রিবাকিনাকে চমকে দিয়ে শিরোপার মঞ্চে পৌঁছে যান বারবোরা ক্রেচসিকোভা।
প্রথম সেট হেরেও পরের দুটিতে দুর্দান্ত প্রতাপে ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প লিখে ৩-৬, ৬-৩, ৬-৪ গেমে ম্যাচ জিতেন তিনি। দুজনেরই প্রথম ফাইনাল হওয়ায় উইম্বলডন পাচ্ছে নতুন রানী।
এ বছর ফ্রেঞ্চ ওপেনের ফাইনাল হেরে স্বপ্ন ভঙ্গ হয় পাওলিনির। এখনো গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিততে না পারলেও আরেকটি ফাইনাল তাঁর কাছে অবিশ্বাস্য লাগছে, ‘টানা দুটি ফাইনালে খেলতে যাচ্ছি, বিশ্বাস করতে পারছি না।’
ক্রেচসিকোভা অবশ্য ২০২১ সালে ফ্রেঞ্চ ওপেনের মুকুট জিতেছেন।

ভারতের বোলিং কোচ হিসেবে মরকেলকে চান গম্ভীর

আপনজন ডেস্ক: ভারতের বোলিং কোচ হতে পারেন দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক পেসার মরনে মরকেল। সদ্য নিযুক্ত ভারতের প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীরের পছন্দের তালিকায় আছেন এই পেসার। এমন খবর জানিয়েছে ক্রিকেটবিষয়ক ওয়েবসাইট ক্রিকবাজ।
সর্বশেষ ওয়ানডে বিশ্বকাপে পাকিস্তানের পেস বোলিং কোচ ছিলেন মরকেল। বিশ্বকাপ ব্যর্থতায় চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই দায়িত্ব ছাড়েন মরকেল।
ক্রিকবাজ জানিয়েছে, মরকেলকে বোলিং কোচ হিসেবে নিয়োগ দিতে বিসিসিআইকে অনুরোধ করেছেন গম্ভীর। এরই মধ্যে বিসিসিআইয়ের সঙ্গে মরকেলের একটা প্রাথমিক আলাপও হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে ক্রিকেটবিষয়ক ওয়েবসাইটটি।
দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে ৮৬টি টেস্ট, ১১৭টি ওয়ানডে ও ৪৪টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন মরকেল। গম্ভীরের সঙ্গে মরকেলের কাজের সম্পর্কটাও দারুণ বলেই শোনা যায়। দুজনে একসঙ্গে আইপিএলের দল লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসে কাজ করেছেন।
সর্বশেষ আইপিএল মৌসুমে কলকাতা নাইট রাইডার্সে মেন্টর হিসেবে যোগ দেওয়ার আগে লক্ষ্ণৌ ফ্র্যাঞ্চাইজিতে মেন্টর হিসেবে দুই বছর কাজ করেছেন। তখন ফ্র্যাঞ্চাইজিটির বোলিং কোচ ছিলেন মরকেল। গম্ভীর দায়িত্ব ছাড়লেও লক্ষ্ণৌর নতুন কোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গারের অধীনও বোলিং কোচ হিসেবে কাজ করেছেন মরকেল।
ভারতের বোলিং কোচ হিসেবে আরও কয়েকটি নাম শোনা গেছে। তাঁদের মধ্যে আছেন ভারতের সাবেক দুই পেসার লক্ষ্মীপতি বালাজি ও বিনয় কুমার। এমনকি ভারতীয় কিংবদন্তি জহির খানের নামটাও শোনা গেছে। যদিও এখন কিছুই চূড়ান্ত হয়নি।
ভারতের বোলিং কোচ হওয়ার আগে মরকেলের তাঁর পরিবারকে নিয়ে ভাবতে হবে। বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ায় থাকেন সাবেক এই পেসার। তাঁর স্ত্রী রজ কেলি চ্যানেল নাইনের স্পোর্টসবিষয়ক অনুষ্ঠানের উপস্থাপক। তাঁদের দুটি সন্তান আছে।
ভারতের বর্তমান বোলিং কোচ পরশ মামব্রে। গত তিন বছর ভারতের বোলিং কোচ ছিলেন তিনি। ভারতের সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, কোচিং স্টাফ হিসেবে অভিষেক নায়ার ও রায়ান টেস ডেসকাটকেও চেয়েছেন গম্ভীর।
৯ জুলাই ভারতের প্রধান কোচ হিসেবে গম্ভীরের নাম ঘোষণা করা হয়। কোচ ঘোষণার আগে বিসিসিআই জানিয়েছিল, নতুন প্রধান কোচ চলতি জুলাই থেকে সাড়ে তিন বছরের জন্য জাতীয় দলের দায়িত্ব নিয়ে ২০২৭ সালের ডিসেম্বরে মেয়াদ পূর্ণ করবেন।
তিন সংস্করণেই তিনি প্রধান কোচের দায়িত্ব পালন করবেন। ভারতের হয়ে ৫৮ টেস্ট, ১৪৭ ওয়ানডে ও ৩৭ টি-টোয়েন্টি খেলা গম্ভীর ২০০৭ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এবং ২০১১ বিশ্বকাপ জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

কোপার ফাইনাল এবং দি মারিয়াকে নিয়ে যা ভাবছেন মেসি

আপনজন ডেস্ক: কোপা আমেরিকার ফাইনালে ফেবারিট কোন দল? কলম্বিয়া না আর্জেন্টিনা? বেশির ভাগ ভোট আর্জেন্টিনার পক্ষে যাওয়াই স্বাভাবিক। ঐতিহ্য কিংবা শক্তিতে কলম্বিয়ার সঙ্গে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের তুলনা চলে না। কিন্তু এটাও মনে রাখা জরুরি, কলম্বিয়া ভাগ্যের জোরে কোপার ফাইনালে উঠে আসেনি। ফক্স স্পোর্টসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে লিওনেল মেসি এ কথাটিই মনে করিয়ে দিয়েছেন। আর্জেন্টিনা অধিনায়ক মনে করেন, কলম্বিয়া যে টানা ২৮ ম্যাচ অপরাজিত সেটার নিশ্চয়ই কারণ আছে। আর কারণ আছে বলেই কলম্বিয়া যোগ্য দল হিসেবেই ফাইনালে উঠেছে।
২০২২ সালে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে আর্জেন্টিনার কাছে ১-০ গোলে হেরেছিল কলম্বিয়া। এরপর আর তাদের কেউ হারাতে পারেনি। সাবেক কোচ রেইনালদো রুয়েদার অধীনে তিন ম্যাচ অপরাজিত থাকার পর বর্তমান আর্জেন্টাইন কোচ নেস্তর লরেঞ্জোর অধীনে ২৫ ম্যাচ অপরাজিত কলম্বিয়া। কোপার ফাইনালে এমন প্রতিপক্ষকে সমীহ না করে উপায় আছে! মেসিও তাই বললেন, ‘এই দলটা (কলম্বিয়া) ভালো। দারুণ কিছু খেলোয়াড় আছে। আক্রমণেও দ্রুতগামী ও বৈচিত্র্যময় খেলোয়াড় আছে।’
মায়ামিতে গতকাল স্থানীয় সময় দুপুরে আর্জেন্টিনার টিম হোটেলে এই সাক্ষাৎকার দেন মেসি। সেখানে আর্জেন্টিনার ফাইনাল প্রস্তুতি নিয়ে এই কিংবদন্তি বলেছেন, ‘ফাইনাল ম্যাচ সব সময়ই একটু অন্যরকম হয়। কিন্তু আমরা পুরো টুর্নামেন্টের মতো ফাইনালের আগেও ভালো বোধ করছি। ম্যাচটা কেমন হবে সেটা নিয়েই আমরা ভাবছি।’
২০২২ বিশ্বকাপ জয়ের মধ্য দিয়ে নিজের ক্যারিয়ারে যা যা জেতা সম্ভব তার প্রায়ই সবই জেতা সম্পন্ন করেছেন মেসি। এখন সামনে স্পেনের পর ইতিহাসের দ্বিতীয় দল হিসেবে আর্জেন্টিনাকে টানা তিনটি বড় টুর্নামেন্ট জেতানোর সুযোগ মেসিদের সামনে। স্বাভাবিকভাবেই একটু উত্তেজনাবোধ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু মেসি বললেন শান্ত থাকার কথা, ‘সত্যিটা হলো আমি শান্তই আছি এবং মুহূর্তটির (ফাইনাল) অপেক্ষায় আছি। এখন সবকিছু অনেক বেশি উপভোগ করার চেষ্টা করি। কোনো তাড়াহুড়ো নেই, প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করি।’
ফাইনালের আগে কেমন বিশ্রাম নিয়েছেন ৩৭ বছর বয়সী মেসি? এ প্রসঙ্গে মেসির কাছে দুটি ফাইনালের অভিজ্ঞতা সমন্ধে জানতে চাওয়া হয়েছিল– মারাকানায় ২০২১ কোপার ফাইনাল এবং ২০২২ ফিনালিসিমা। দুটি ম্যাচই জিতেছিল আর্জেন্টিনা। মেসি এ নিয়ে বলেছেন, ‘ঘুমটা ভালো হয়েছিল। কোনো অসুবিধা হয়নি। তবে সত্যিটা হলো আমরা দেরিতে ঘুমোতে গিয়েছি। প্রায় সারা রাত কথা বলেছি আমরা। সবাই মিলে পান করেছি, কার্ড খেলেছি। তাই দেরিতে ঘুমোতে গেলেও ঘুমটা ভালো হয়েছিল।’
কোপার ফাইনাল সামনে রেখে মেসি নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলতে চাননি। কারণ, এখন সেই লগ্নটি তাঁর সতীর্থ আনহেল দি মারিয়ার। কোপার ফাইনাল খেলেই আর্জেন্টিনার জার্সি তুলে রাখবেন দি মারিয়া। মেসি এ নিয়ে বলেছেন, ‘সে এটা আগেই পরিষ্কার করে জানিয়ে দিয়েছে। আমরা এখন সবকিছুই উপভোগের চেষ্টা করি, আগে যেসব মুহূর্তকে পাত্তা দিইনি সেগুলোও। সে আগের চেয়ে এখন বেশি আবেগপ্রবণ। জাতীয় দলের হয়ে তার শেষ মুহূর্তে আমরা পাশেই আছি।’

কোপায় সমর্থক–খেলোয়াড়দের মারধর নিয়ে তদন্তে নেমেছে কনমেবল

আপনজন ডেস্ক: কোপা আমেরিকায় গতকাল সকালে অনুষ্ঠিত কলম্বিয়া–উরুগুয়ে সেমিফাইনাল ম্যাচ শেষে বাজে দৃশ্য দেখা গেছে ব্যাংক অব আমেরিকা স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে। কলম্বিয়ার সমর্থকদের সঙ্গে মারামারিতে জড়িয়ে পড়েন উরুগুয়ের খেলোয়াড়েরা। এ ঘটনার তদন্তে নেমেছে দক্ষিণ আমেরিকান ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা কনমেবল। উরুগুয়েকে ১-০ গোলে হারিয়ে কলম্বিয়া ফাইনালে ওঠার পর মাঠের কাছাকাছি গ্যালারির একটি প্রান্তে বেশ বড় জটলা দেখা যায়। টিভি ফুটেজে দেখা যায়, সেখানে কলম্বিয়ার সমর্থকদের সঙ্গে মারধরে জড়িয়ে পড়েন উরুগুয়ের খেলোয়াড়েরা। উরুগুয়ের তারকা স্ট্রাইকার দারউইন নুনিয়েজ মারামারিতে বেশ উৎসাহী ছিলেন। কলম্বিয়ার সমর্থকদের তাক করে একের পর এক ঘুষি মেরেছেন। যদিও বেশির ভাগই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। চোটের কারণে সেমিফাইনালে খেলতে না পারা উরুগুয়ে সেন্টারব্যাক রোনাল্ড আরাউহোও এ সময় নুনিয়েজের পাশে ছিলেন এবং ঘুষি মেরেছেন। উরুগুয়ে ডিফেন্ডার হোসে মারিয়া হিমিনেজ সংবাদমাধ্যমকে বলেন, গ্যালারির ওই অংশে উরুগুয়ের খেলোয়াড়দের পরিবারের সদস্যরা ছিলেন। তাঁদের কারও কারও সঙ্গে বাচ্চাও ছিল। কলম্বিয়ার সমর্থকেরা তাঁদের প্রতি আক্রমণাত্মক আচরণ করেন বলে অভিযোগ করেন হিমিনেজ। আর এ ঘটনা থেকেই মারামারির সূত্রপাত। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

অ্যান্ডারসনের জন্য টেন্ডুলকারের হৃদয় নিংড়ানো বার্তা

আপনজন ডেস্ক: জেমস অ্যান্ডারসনের পায়ের চিহ্ন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার জন্য আর পড়বে না মাঠের সবুজে। আগেই ঘোষণা দিয়ে রেখেছিলেন, লর্ডসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্টটিই আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে তাঁর শেষ ম্যাচ। অ্যান্ডারসনের ক্যারিয়ারের সেই শেষটা হলো আজ, লর্ডস টেস্টের তৃতীয় দিনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ইনিংস ও ১১৪ রানের জয় দিয়ে।
অ্যান্ডারসনের বিদায়ে তাঁর সতীর্থ থেকে শুরু করে অনেকেই অনেকভাবে অভিনন্দন আর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। ইংল্যান্ডের অধিনায়ক বেন স্টোকস যেমন বলেছেন, ‘খুব ভাগ্যবান যে তাঁর মতো একজনকে ড্রেসিংরুমে পেয়েছি।’ তবে অ্যান্ডারসনের জন্য হয়তো সবচেয়ে বড় পাওয়া হয়ে থাকবে তাঁর একসময়ের তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বী শচীন টেন্ডুলকারের বার্তা।
দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে ১৮৮টি টেস্ট খেলা অ্যান্ডারসনকে নিয়ে কিংবদন্তি টেন্ডুলকার এক্সে লিখেছেন, ‘এই যে জিমি! অসাধারণ ২২ বছরের স্পেলে তুমি ভক্তদের একের পর এক বিস্ময় উপহার দিয়ে গেছ। তুমি যেহেতু বিদায় বললে, তাই ছোট্ট করে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।’
টেস্ট ক্রিকেটে অ্যান্ডারসন ২১ বছরের ক্যারিয়ারে নিয়েছেন ৭০৪ উইকেট। যেটা টেস্ট ক্রিকেটে তৃতীয় সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি করেছে তাঁকে। আর পেসারদের মধ্যে তিনিই সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি। অ্যান্ডারসনের এমন ক্যারিয়ার নিয়ে উচ্ছ্বসিত টেন্ডুলকার বলেছেন, ‘এই অ্যাকশন, গতি, নিখুঁততা, সুইং আর ফিটনেস নিয়ে তোমাকে বোলিং করতে দেখাটা ছিল আনন্দের। তুমি তোমার খেলা দিয়ে প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অনুপাণিত করে গেছ।’
লেখা এখানেই শেষ করেননি টেন্ডুলকার। এরপর তিনি লিখেছেন, ‘সামনের দিনে তোমার সুস্বাস্থ্য আর আনন্দময় সুন্দর জীবন কামনা করছি।’ এর আগে লর্ডস টেস্টের দ্বিতীয় দিনে অ্যান্ডারসন বলেছিলেন, তাঁর কাছে মুখোমুখি হওয়া সবচেয়ে কঠিন ব্যাটসম্যান ছিলেন টেন্ডুলকার।

পাকিস্তানের ক্রিকেটে বিশদ পরিবর্তনের পক্ষে সরফরাজ

আপনজন ডেস্ক: ওয়ানডে বিশ্বকাপের ব্যর্থতার পর এক দফা পরিবর্তন এসেছিল পাকিস্তানের ক্রিকেটে। সদ্য শেষ হওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও ব্যর্থ হয়েছে পাকিস্তান। আরও একবার যে পরিবর্তন আসবে, সেটা বোঝাই যাচ্ছিল। এবার অবশ্য পরিবর্তনটা তুলনামূলক কম। নেতৃত্বে কোনো পরিবর্তন আসেনি। সাদা ও লাল বলের প্রধান দুই কোচই যেহেতু নতুন, পরিবর্তন আসেনি সেখানেও। পাকিস্তানের ক্রিকেটে নতুন যে পরিবর্তন, সেটা একমাত্র নির্বাচক কমিটিতে। ওয়াহাব রিয়াজ ও আবদুল রাজ্জাককে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে নির্বাচক কমিটি থেকে। নতুন কমিটিতে অবশ্য আছেন আগের কমিটির দুই নির্বাচক মোহাম্মদ ইউসুফ ও আসাদ শফিক। পাকিস্তান দলের এসব পরিবর্তন নিয়ে কথা বলেছেন দেশটির সাবেক ক্রিকেটার সরফরাজ নেওয়াজ। নির্বাচক কমিটিতে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন আর নেতৃত্বে কোনো পরিবর্তন আসেনি বলে খুব একটা খুশি হতে পারেননি সাবেক এই ফাস্ট বোলার। সাদা বলের ক্রিকেটে মোহাম্মদ রিজওয়ানকে অধিনায়ক করার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।
পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যমে সরফরাজ বলেছেন, ‘নির্বাচক কমিটি ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করেছিল। বিশ্বকাপের আগে সংবাদ সম্মেলনে নির্বাচক কমিটির প্রত্যেক সদস্য বলেছিল যে সবার মতের ভিত্তিতেই দল গঠন করা হয়েছে। দল নির্বাচন নিয়ে কমিটির প্রত্যেক সদস্যেরই দায় আছে। তাই সবাইকে সরিয়ে দেওয়া উচিত। পুরো নির্বাচক কমিটিই ব্যর্থ।’
মোহাম্মদ ইউসুফ ও আসাদ শফিককে রেখে আগের নির্বাচক কমিটি থেকে ওয়াহাব রিয়াজ ও আবদুল রাজ্জাককে সরিয়ে দিয়েছে পিসিবি। ওয়াহাবকে নিয়ে আগেই আপত্তি জানানোর কথা বলেছেন সরফরাজ, ‘ওয়াহাবের বিতর্কিত অতীত আর প্রশাসক হিসেবে তার সামর্থ্যের অভাব নিয়ে আমি প্রকাশ্যেই জাকা (পিসিবির সাবেক প্রধান) ও নাকভিকে (পিসিবির বর্তমান প্রধান) চিঠি লিখেছিলাম।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**